বাংলাপিডিএফ.নেট

মহাপুরুষ

হুমায়ূন আহমেদ

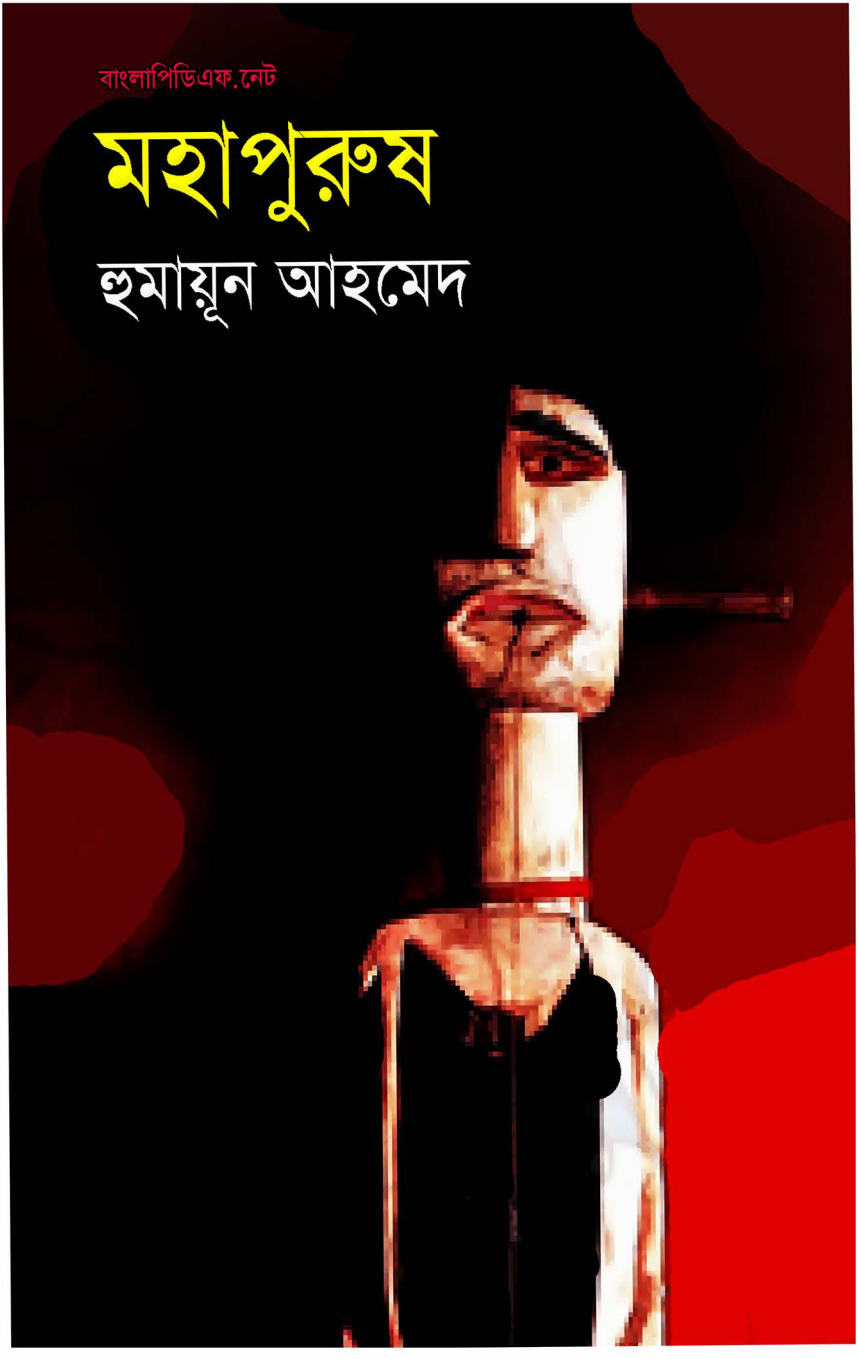

মহাপুরুষ

১

মঞ্চ অন্ধকার। প্রায় অস্পষ্ট। একজন অন্ধ ভিখিরি মঞ্চের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ভিক্ষার গান গাইছে। চমৎকার সুরেলা গলা।

ভিখিরি — নূরনবী সল্লাললায়
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়।।
নূরনবী সল্লললায়
কানতে কানতে কইয়া যায়
এই দুনিয়ায় কিছু দিলে আখেরাতে পায়।।
সল্লললায় সল্লললায়
নূরনবী সল্লললায়।

[একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি মঞ্চে প্রবেশ করবেন। তাঁর গায়ে একটি সাদা চাদর। তিনি দাঁড়াবেন ভিখিরির সামনে।]

ভিখিরি — অন্ধ মিসকিনেরে একটা টেকা দেনগো বাবা। দুই দিনের না খাওয়া। দেন গো বাবা একখান টেকা। আখেরাতে পাইবেন। এক টেকা দশ টেকা হইয়া ফিরত আইব।

সাদা চাদর — দশ টাকা হয়ে ফেরত আসবে ? বাহ্ চমৎকার তো!

ভিখিরি — জি, নবীজীর কথা। আখেরাতে পাইবেন।

সাদা চাদর — তখন সেই দশ টাকা দিয়ে আমি কী করব ?

ভিখিরি — এইটা কেমুন কথা কইলেন ? নবীজীর কথা লইয়া ঠাট্টা-তামশা। হাসেন কেন ? আন্ধা মাইনষেরে লইয়া হাসতে মজা লাগে ?

সাদা চাদর — আমার কাছে টাকা নেই। থাকলে দিতাম।

[ভিখিরি গান ধরবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সাদা চাদর গায়ে লোকটিও তার সঙ্গে গান ধরবে। ভিখিরি অবাক ও বিরক্ত হয়ে থেমে যাবে।]

ভিখিরি — বিষয়ডা কী ? আফনে চিল্লাইতাছেন ক্যান ?

সাদা চাদর — চিৎকার করছি না তো, গান গাচ্ছি। এটা কি কোনো ধর্মীয় সঙ্গীত ?

ভিখিরি — আফনে মানুষডা কেডা ?

সাদা চাদর — আমি এসেছি তোমাদের জন্যে।

ভিখিরি	কী কইলেন ?

সাদা চাদর	আমি তোমাদের কল্যাণের জন্যে এসেছি। তোমাদের কল্যাণ হোক। আনন্দ আসুক। সত্য ও সুন্দর এসে স্পর্শ করুক তোমাদের হৃদয়। এসো আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে গান গাই। ধরো, আমার হাত ধরো।

[ভিখিরি ভয় পেয়ে সরে যাবে।]

সাদা চাদর	তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ ?

ভিখিরি	আফনে দূরে থাকেন। ও মনু—মনুরে। ও মনু, মনু।

সাদা চাদর	মনু কে ? তোমার কন্যা ?

ভিখিরি	খবরদার কাছে আইবেন না। ও মনু, মনু। মনুরে।

[সাত/আট বছরের একটি খুকি ঢুকবে।]

সাদা চাদর	মনু তুমি কেমন আছ ? ভালো ?

মনু	জি, ভালোই। আফনে কেমুন ?

ভিখিরি	খবরদার হারামজাদি এর সাথে কথা কইস না। এ পাগল।

মনু	পাগলডা আমার দিকে চাইয়া হাসতাছে বাজান।

ভিখিরি	খবরদার এর দিকে চাইস না। আয় বাড়িত যাই।

মনু	এইটা কেমন পাগল, খালি হাসে।

[ভিখিরি দ্রুত মনুকে নিয়ে চলে যাবে। সাদা চাদর বসে পড়বে এবং গুনগুন করে গাইতে থাকবে।]

সাদা চাদর	নূরনবী সল্লললায়
সাহাবীরে কইয়া যায়
একটা পয়সা দিলে পরে দশটা পয়সা পায়।

[প্রথমে কয়েকটি লাইন গাইবার পর ঐ সুরটি গুনগুন করবে। মঞ্চে প্রবেশ করবেন রমিজ সাহেব। বয়স ৪৫/৫০। মনে হচ্ছে কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ।]

রমিজ	কে ? গান গায় কে ?

কথা বলে না যে, ব্যাপারটা কী। এই যে হ্যালো। কে আপনি ?

মহাপুরুষ	আপনি ভালো আছেন ?

রমিজ	ভালো আছেন মানে ? এরকম ভয় দেখানোর অর্থটা কী ? আমি হার্টের পেশেন্ট। আপনি ভূত সেজে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। হু আর ইউ ?

মহাপুরুষ আমি কেউ না।

রমিজ আমি কেউ না মানে ? অফকোর্স ইউ আর সামবডি।

মহাপুরুষ আমি একজন মহাপুরুষ।

রমিজ মহাপুরুষ ? মহাপুরুষ মানে ?

মহাপুরুষ যারা দুঃসময়ে পথ দেখান। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলেন।

রমিজ ও, আই সি।

মহাপুরুষ আমি জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছি।

রমিজ জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছেন ? [হাসতে থাকবে]

মহাপুরুষ [হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়বেন।]

রমিজ ভালো করেছেন এসেছেন। সব যুগে মহামানবরা আসে, এ যুগেই বা আসবে না কেন ? আসাই উচিত! অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট, আরও আগেই আসা উচিত ছিল। তা আসলেন কীভাবে ? টুপ করে আকাশ থেকে পড়লেন নাকি ? হা হা হা।

[রমিজ সাহেব হঠাৎ হাসি থামিয়ে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়বেন। তাঁর বমির বেগ হচ্ছে।]

মহাপুরুষ আপনি কি অসুস্থ ?

রমিজ না, অসুস্থ না। সুস্থ। তবে খানিকটা পান করেছি। আপনি মহাপুরুষ মানুষ। আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। হা হা হা। তা ভাই শোনেন, একটা বাণী-টানী দেন। মহাপুরুষদের একমাত্র কাজই তো বাণী দেওয়া।

মহাপুরুষ সর্বজীবে দয়া করো।

সর্বজীবে ভালোবাস।

রমিজ হা হা হা। আপনি তো ভাই পুরনো মাল ছাড়ছেন ? চোরাই মাল। আপনার আগেই এসব কথা বলা হয়ে গেছে। নতুন কিছু বলেন। বুকের মধ্যে গিয়ে বিঁধে এরকম কিছু।

মহাপুরুষ তেমন কিছু আমার জানা নেই।

রমিজ জানা না থাকলে চলবে কেন ? ট্রাই ট্রাই। মাথা খেলিয়ে কিছু বার করেন। আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মহাপুরুষ জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক সবার দিকে। আনন্দে পরিপূর্ণ হোক সবার হৃদয়।

রমিজ গুড, ভেরি গুড্। এটা আগে শুনিনি। নতুন জিনিস। আগের মতো চোরাই মাল না। শোনেন ভাই, আপনার কোনো ক্ষমতা-টমতা আছে?

মহাপুরুষ কিসের ক্ষমতা?

রমিজ অলৌকিক কোনো ক্ষমতা। ঐ যে একজন ছিল না, হাতের লাঠি ফেলে দিলেই সাপ হয়ে যেত। সেই সাপ সব কিছু কপ করে গিলে ফেলত। সেরকম কিছু।

মহাপুরুষ না।

রমিজ চাদরটা ফেলে দেন না দেখি কিছু হয় কি না। হতেও তো পারে। হয়তো চাদরটা বাঘ হয়ে যাবে। হালুম হালুম করতে থাকবে। হা হা হা। রাগ করলেন?

মহাপুরুষ না, রাগ করিনি।

রমিজ রাগ করার কথাও নয়। মহামানুষরা আবার রাগ করবে কী? এদের এক গালে চড় দিলে অন্য গাল পেতে দেবে। পশ্চাৎদেশে লাথি দিলে হাসিমুখে বলবে, ভাই আরেকটা লাথি দিন। আগেরটায় তেমন জোর ছিল না। ব্যথা পাইনি।

মহাপুরুষ আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

রমিজ বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস করছি। আমাদের কাজ তো বিশ্বাস করা। আমরা ভূত বিশ্বাস করি, হাত দেখা বিশ্বাস করি, স্বর্গ-নরক বিশ্বাস করি, আপনাকে বিশ্বাস করব না? আপনি কায়দা করে করে একটা চাদর গায়ে দিয়েছেন—নিজের মুখে বলেছেন আমি হেন আমি তেন, এরপর আর অবিশ্বাস করবার পথ কোথায়? শোনেন ভাই, আপনি যে এসেছেন এটা লোকজন জানে?

মহাপুরুষ ধীরে ধীরে জানবে। একজন অন্ধ ভিখিরি জানে। তার কন্যা জানে। আপনি জানলেন।

রমিজ এতে লাভ হবে না। আরও ভালো পাবলিসিটি হওয়া দরকার। পত্রিকায় নিউজ দিয়ে দেন—আমি এসেছি। হে বঙ্গবাসী, আর ভয় নেই। এবার আমি তোমাদের উদ্ধার করব। ছবিসহ নিউজ।

এছাড়াও হ্যান্ডবিল বিলির ব্যবস্থা করতে হবে। কয়েকটা ছোকরাকে লাগিয়ে দিন। আশ্চর্য দাঁতের মাজনের পাশাপাশি আপনার হ্যান্ডবিল বিলি করবে। সেখানে লেখা থাকবে—আসিয়াছে আসিয়াছে, মহাপুরুষ আসিয়াছে।

আচ্ছা ভাই চললাম। ভালোই লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে।

[রমিজ সাহেব কয়েক পা এগিয়ে আবার ফিরে আসবেন।]

রমিজ — আপনার সত্যিকারের নাম তো জানা হলো না।

মহাপুরুষ — [কোনো জবাব নেই।]

রমিজ — ঠিক আছে, নাম বলতে না চাইলে বলবেন না। তবে শোনেন ভাই, সাবধানে থাকবেন। মহাপুরুষদের অনেক রকম বিপদ হয়। গান্ধিজীর একটা ছাগল ছিল জানেন তো ? বেচারা ছাগলের দুধ খেত। সেই ছাগলটা লোকজন কেটে কুটে খেয়ে ফেলল। কাজেই সাবধানে থাকবেন। আপনার সঙ্গে কোনো ছাগল নেই তো ?

মহাপুরুষ — না।

রমিজ — ছাগল ফাগল কিছু একটা থাকা দরকার। নয়তো মহাপুরুষদের ইমেজ ঠিকমতো আসে না। জিনিসটা যত অদ্ভুত হয় ততই জমে। একটা ছাগল বা ভেড়া জোগাড় করেন। তারপর আপনার কাজকর্ম শুরু করেন। কী করতে চান আপনি তা তো শোনা হয়নি।

মহাপুরুষ — আমি মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে চাই।

রমিজ — এদেশে কি ভালোবাসার অভাব আছে যে আপনাকে সেটা জাগিয়ে তুলতে হবে ? এই বঙ্গদেশে বুঝলেন মহাপুরুষ, প্রতিদিন খুব কম করে হলেও বিশ হাজার ভালোবাসার কবিতা লেখা হয়। এদেশের নেতারা জনগণকে এতই ভালোবাসেন যে, কথায় কথায় তাঁদের চোখে পানি চলে আসে। তাঁরা ব্যাকুল হয়ে কাঁদেন। মেকি কান্না নয়, আসল কান্না। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট পিওর।

মহাপুরুষ — রমিজউদ্দিন সাহেব, আপনি বড় রসিক মানুষ।

[রমিজ হকচকিয়ে যাবেন। নার্ভাস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবেন।]

রমিজ — আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে ?

মহাপুরুষ — [চুপ করে থাকবেন]

রমিজ — চুপ করে আছেন কেন ? আনসার মি। আমি তো আপনার নাম জানি না। আপনার সঙ্গে তো আগে আমার কখনো দেখা হয়নি।

[দেখা যাবে অন্ধ ভিখিরি মেয়ের সঙ্গে আবার মঞ্চে ঢুকছে।]

মহাপুরুষ — কী ব্যাপার মনু ?

মনু — বাজানের থালার থুন একটা টেকা পইরা গেছে। এইটা খুঁজতাম আইছি।

[মনু কুপি নিয়ে খুঁজতে থাকবে]

ভিখিরি — মনু পাইছস ? ও মনু, পাইছসনি ?

মনু — বাজান পাগলডা আমার দিকে চাইয়া খালি হাসে।

ভিখিরি — চড় দিয়া দাঁত ফালাই দিমু হারামজাদি। নিজের কাম কর। হেইদিকে চাস কেন ? পাইছস ?

মনু — না।

ভিখিরি — আরে হারামজাদি চইখ থাইক্যাও দেখে না। নয়া টেকা। কড়কড়া নোট।

[ভিখিরি নিজেও বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে খুঁজতে থাকবে।]

রমিজ — [পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করবে] এই মেয়ে এদিকে, এই নাও।

ভিখিরি — কত টেকারে মনু ?

মনু — সর্বনাশ বাজান—একশ' টেকা।

ভিখিরি — দে দে আমার কাছে দে। বাজান গো, আল্লা আপনের হায়াত দরাজ করুক। ধনে জনে বরকত দেউক। নেক মকসুদ হাসিল করুক। ময় মুরব্বিরে বেহেশত নসিব করুক। পুলাপানের পরীক্ষা পাস হউক। মাইয়াগুলার বিয়ার পয়গাম আউক।

রমিজ — ঠিক আছে। ঠিক আছে। যথেষ্ট হয়েছে।

ভিখিরি — একটু খাসদিলে দোয়া করি বাজান, আউজুবিল্লাহ হিমিনাস শাইতুয়া নিররাজিম। বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম। কুল আইজুবিরাব্বি...

মনু — বাজান, পাগলাডা খালি হাসে।

মহাপুরুষ — তোমরা মনে হচ্ছে খুব খুশি। খুশি হয়ে থাকলে তোমাদের ধর্মীয় সঙ্গীতটা এদের শোনাও।

রমিজ — কিসের সঙ্গীত ?

মহাপুরুষ — সে বড় মধুর সঙ্গীত।

রমিজ — সঙ্গীত-ফঙ্গীত লাগবে না, তোমরা যাও।

মহাপুরুষ — আহা শুনি না। বসো তোমরা। রমিজ সাহেব বসুন না। এই চমৎকার জোছনায় বসে থাকতে ভালোই লাগবে। কী অপূর্ব দৃশ্য।

অন্ধ — আমার বাজান দেখনের কপাল নাই। রাব্বুল আলামিন আমারে চউখ দেয় নাই।

[সবাই গোল হয়ে বসবে এবং গান শুরু হবে। গান মনু এবং অন্ধ দু'জনে মিলে গাইবে।]

মনু কী কথা কইয়াছিল বিবি ফাতিমায় ?

অন্ধ সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায়।

মনু কী কথা কইয়াছিল মা আমিনায় ?

অন্ধ সেই কথাটা পালন করা বড় বিষম দায়।

মনু কী কথা কইয়াছিল বিবি হাজেরায় ?

অন্ধ ও মনু সবের সেই কথাগুলা বলতে মনে চায় গো বলতে মনে চায়।

২

মঞ্চের একপ্রান্তে গোল হয়ে বসে সবাই গান গাইছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। মঞ্চের অন্যপ্রান্তে দেখা যাবে ফরিদকে। তার হাতে বড় একটা টর্চলাইট। মুখে সিগারেট। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে খুব চিন্তিত। সে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এসে কথা বলতে থাকবে। কথাবার্তা দর্শকদের উদ্দেশেই বলা।

ফরিদ বুড়োমতো এক ভদ্রলোককে দেখলেন না কোট গায়ে ? গোল হয়ে বসে আছেন দলটির মধ্যে। উনি মিজানুর রহমান সাহেব। কঠিন ব্যক্তি। যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক। বই-টইও লিখেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে। উনি আমার বাবা।

ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা ঠিক বুঝতে পারছি না। একদল ভিখিরির সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় গানও গাইছেন। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন। যেহেতু ভদ্রলোক যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজেই তিনি যা করছেন তার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো যুক্তি আছে। অবশ্যি আমি একটু অবাক হয়েছি।

আমি ওনার পেছনে পেছনে আসছিলাম। প্রায়ই এরকম করি, রাতে উনি যখন বাড়ি ফেরেন আমি ওনাকে ফলো করি। কেন করি ? কেন করি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি জানি না কেন করি। পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসা ? হা হা হা। না না এসব কিছু না।

গত দু'বছর ধরে আমার বাবা প্রফেসর মিজানুর রহমান আমার সঙ্গে কথা বলেন না। আমিও বলি না। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ যদি কোনোদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় তিনি এমন ভাব করেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। গত বুধবারে কী হলো শোনেন, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা রিকশা করে অফিসে যাচ্ছেন, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই তিনি ঝাঁকুনি খেয়ে রিকশা থেকে নিচে পড়ে গেলেন। আমি ছুটে গিয়ে বললাম, বাবা ব্যথা পেয়েছেন ? তিনি অবাক হয়ে

তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। যেন এমন অদ্ভুত কথা জীবনে শোনেননি।

আসলে নষ্টপুত্রদের প্রতি বাবা-মা'র কোনো স্নেহমমতা থাকে না। আমি একজন নষ্টপুত্র, এটা বোধহয় ধরে নেওয়া যায়। অন্তত এই বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হা হা হা।

[খুট্ করে একটা শব্দ হবে। ফরিদ দারুণ চমকে তার টর্চ ফেলবে সেদিকে। কোথাও কিছু নেই।]

কে কে ওখানে ? কে ? জামিল। জামিল! জামিল নাকি ?

[কোনো উত্তর নেই]

একটা শব্দ হয়েছে না ? স্পষ্ট শুনলাম, ঝুপ করে একটা শব্দ হলো। নাকি আমার মনের ভুল ? মনের ভুল আমার বড় একটা হয় না। আমি যে ধরনের জীবনযাপন করি তাতে মনের ভুল হলে এতদিন টিকে থাকা যেত না। অনেক আগেই ভালোমন্দ কিছু হয়ে যেত।

এবং আজ রাতে তার সম্ভাবনা খুব বেশি। আজ রাত হচ্ছে একটা অন্যরকম রাত। এই রাতে কিছু একটা হবেই। আমি আমার রক্তের মধ্যে তা টের পাচ্ছি। এসব টের পাওয়া যায়। দেখছেন না টর্চ নিয়ে বের হয়েছি। শুধু টর্চ না, টর্চ ছাড়া অন্য জিনিসপত্রও আমার সঙ্গে আছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা খবর পেলাম চৌধুরী সাহেব আমার উপর নাখোশ হয়েছেন। চৌধুরী সাহেবকে আপনাদের চিনতে না পারার কোনোই কারণ নেই। একাত্তরের যুদ্ধের পর পর একদল মানুষ হঠাৎ প্রচণ্ড রকম ধনী হয়ে গেল না ? শুধু ধনী না, এরা আবার সমাজসেবক হয়ে গেল। জনদরদি হয়ে গেল। এবং এরা সবাই বিরাট বিরাট পাল খাটিয়ে দিল আকাশে। সেই পালগুলিতে বল বিয়ারিঙ সিস্টেম আছে। যেদিকে বাতাস বয় সেইদিকে পাল ঘুরে যায়। অটোমেটিক ব্যবস্থা।

চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে জামিলের নাকি একটা আন্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে। তিনি জামিলকে বলেছেন আমাকে 'ক্লিন' করাবার জন্যে। তিনি শুনলাম দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। জামিল অবশ্যি আমার বন্ধু মানুষ। একসময় আমরা দু'জনে মিলেই চৌধুরী সাহেবের কিছু কাজকর্ম করেছি। এখন অবস্থা ভিন্ন। এখন আমি ভালোরকম বেকায়দায় আছি।

জামিল আমাকে খুঁজছে। আমিও জামিলকে খুঁজছি। কে কাকে আগে খুঁজে পায় সেটাই হচ্ছে কথা। রাতটা ভালো না। এই রাতে কিছু একটা হবেই।

[খুট্ করে শব্দ হবে। ফরিদ চমকে টর্চ ফেলবে।]

কে কে কে ?

মৌলানা আসসালামু আলায়কুম।

আমি খবিরুদ্দিন। জামে মসজিদের পেশ ইমাম। ফরিদ ভাই, ভালো আছেন ?

ফরিদ ভালো আছি। এখানে কী করছেন ?

মৌলানা একটা দাওয়াত ছিল চৌধুরী সাবের বাসায়। ছোট নাতির মুসলমানি। চাপ খাওয়াদাওয়া হয়েছে। বিরাট আয়োজন। কাচ্চি বিরিয়ানি, একটা করে কাবাব, দই মিষ্টি। শরীরটা ভার হয়ে গেছে। হাঁটাহাঁটি করছি।

ফরিদ খিদে তৈরি করছেন ?

মৌলানা না, মানে ইয়ে...।

ফরিদ করেন করেন হাঁটাহাঁটি করেন। তবে শোনেন, নিঃশব্দে হাঁটবেন না। এখন থেকে শব্দ করে হাঁটবেন।

মৌলানা জি আচ্ছা।

ফরিদ অনেক লোকজন ছিল বুঝি দাওয়াতে ?

মৌলানা জি তা ছিল। বিরাট আয়োজন। খাসি জবাই হয়েছে ছয়টা। নিজেই জবহ্ করলাম। আলিশান খাসি। পনেরো সের করে গোস্ত হয়েছে আপনার।

ফরিদ জামিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? জামিল ছিল না দাওয়াতে ? চিনেন তো জামিলকে ?

মৌলানা জি চিনি। চিনব না কেন ?

ফরিদ জামিল ছিল ?

মৌলানা জি-না ছিল না। দেখি নাই।

ফরিদ ঠিক আছে যান। শব্দ করে পা ফেলে ফেলে যান। চোরের মতো পা ফেলবেন না।

মৌলানা জি আচ্ছা।

[শব্দ করে পা ফেলে যাবেন।]

ফরিদ লোকজন এখন আমার কথা শোনে। শব্দ করে পা ফেলতে বলেছি—শব্দ করে পা ফেলছে। যদি বলতাম, লাফিয়ে যাও, তাহলে লাফিয়ে লাফিয়ে যেত। হা হা হা।

[হঠাৎ হাসি থামিয়ে]

কে জামিল না ? জামিল!

[জামিল এগিয়ে আসবে]

কী খবর তোর, আছিস কেমন ?

জামিল [জবাব দেবে না।]

ফরিদ আজকাল মনে হয় নিঃশব্দ হাঁটা প্র্যাকটিস করছিস। এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলি বুঝতেই পারিনি। হাঁটা মনে হয় বদলে ফেলেছিস।

জামিল আগে যেরকম হাঁটতাম সেরকমই হাঁটি।

ফরিদ তাই নাকি ? তুই বদলাসনি তাহলে। আগের জামিলই আছিস ? গিয়েছিলি কোথায় ? চৌধুরীদের ওখানে নুনু কাটা উপলক্ষে বিরাট পার্টি হচ্ছে শুনলাম।

জামিল জানি না। অত খবর রাখি না।

ফরিদ খবর রাখিস না কথাটা তো ঠিক না জামিল।

জামিল বললাম তো খবর রাখি না। বিশ্বাস করা না-করা তোর ইচ্ছা।

ফরিদ এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ? অন্ধকারে ঘুরঘুর করছিস কেন ?

জামিল ঘুরঘুর করছি না। বাসায় যাচ্ছি।

ফরিদ রাতটা ভালো না জামিল। সাবধানে বাসায় যা। হা হা হা। নাকি কোথাও বসে আড্ডাফাড্ডা দিতে চাস ? অনেকদিন আড্ডা দেওয়া হয় না।

জামিল ঐসব ধান্ধাবাজি ছেড়ে দিয়েছি।

ফরিদ ভালোমানুষ হয়ে গেছিস ? গুড। এখন কি চাকরিবাকরিতে ঢুকে পড়বি ? নাকি ব্যবসা ? ব্যবসার ক্যাপিটেল চলে এসেছে তাহলে ? কত পেয়েছিস ? দশ না বিশ ?

জামিল তুই ফালতু কথা একটু বেশি বলছিস।

ফরিদ তাই নাকি ?

জামিল হ্যাঁ, তাই।

[জামিল এগিয়ে আসবে।]

ফরিদ বেশি কাছে আসিস না জামিল। একটু দূরে দূরেই থাক। রাতটা ভালো না। এটা একটা অন্যরকম রাত। এই রাতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা ঘটে যায়। দেখছিস না কেমন মরা জোছনা। হা হা হা।

জামিল পাগলের মতো হাসছিস কেন ? হাসির কী হয়েছে ?

ফরিদ হাসির কিছুই হয় নাই। তোর সঙ্গে আমার একটা মিল আছেরে জামিল। তুই বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তান, আমিও তাই। বাবা-মা'র তিন নম্বর সন্তানটি হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা দু'জনই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানরে জামিল। মজার ব্যাপার না ? চলে যাচ্ছিস নাকি ? এই জামিল, জামিল।

[জামিল চলে যাবে।]

যাবি আবার কোথায় ? তোকে আসতে হবে। এবং আজ রাতেই আসতে হবে। এটা একটা বিশেষ রাত।

[ফরিদের বড় বোনকে আসতে দেখা যাবে।]

সোমা এই ফরিদ! ফরিদ!

এখানে কী করছিস তুই ? বক্তৃতা দিচ্ছিস নাকি ?

ফরিদ কেমন আছ, আপা ?

সোমা ভালো। আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না ?

ফরিদ আর কী জিজ্ঞেস করব ?

সোমা এত রাতে কোত্থেকে এলাম ? কী ব্যাপার ?

ফরিদ আমার এত কৌতূহল নাই, আপা। একটা সময় আসে যখন মানুষের কৌতূহল কমে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, বাসায় যাও। রাতটা খারাপ।

সোমা আমি কুমিল্লা থেকে একা একা চলে এসেছি।

ফরিদ ভালো করেছ।

সোমা আর কোনোদিন ফিরে যাব না। দ্যাখ একবস্ত্রে এসেছি। সব ফেলে এসেছি।

ফরিদ আমাকে এসব বলছ কেন ? আমি কি কিছু জানতে চাচ্ছি ?

সোমা তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন ?

ফরিদ আপা, বাসায় যাও।

সোমা তোদের কী হয়েছে বল তো ? রিকশা থেকে নেমেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। বাবা কয়েকটা ফকির-মিসকিনের সঙ্গে বসে আছেন। আমার মনে হয় বসে বসে গান গাইছেন—কী কথা বইলাছিল বিবি হাজেরায়। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি, কী ব্যাপার ? বাবা লজ্জা পাবেন বলে জিজ্ঞেস করিনি। তারপর একটু এগিয়েই দেখি তুই হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিস।

ফরিদ বাসায় যাও আপা।

সোমা তুই আয় আমার সঙ্গে, আমি একা একা যাব নাকি ?

ফরিদ আমার কাজ আছে। একজনের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আমি যেতে পারব না।

সোমা রাস্তায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ?

ফরিদ হ্যাঁ রাস্তায়। আমি রাস্তার ছেলে আপা। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাস্তাতেই হবে। তুমি যেতে পার।

[সোমা চলে যেতে ধরবে]

ফরিদ এই মেয়েটির নাম সোমা। আমার বড় বোন। একটি চমৎকার মেয়ে। ও আশপাশে থাকলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। বড় আপার সঙ্গে গল্পগুজব করতে। অনেকদিন বড় আপার সঙ্গে গল্প করা হয় না।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই যাওয়া যাবে না। আমাকে থাকতে হবে এখানেই। রাতটা ভালো না। রাতটা খারাপ, খুবই খারাপ। বড় আপা, তুমি একটা খারাপ রাতে সব ছেড়ে ছুড়ে ঘরে ফিরে এলে ? এটা ঠিক করোনি আপা। এটা ঠিক করোনি।

৩

মা, সোমা ও লীনা।

সোমা মা, তুমি কথা বলছ না কেন আমার সঙ্গে ? তুমিও যদি কথা বলা বন্ধ করে দাও তাহলে যাব কার কাছে ?

খুব চেষ্টা করেছি, মা। ও যা বলেছে তাই শুনেছি। গানবাজনার শখ ছিল, গানবাজনা ছাড়লাম। বেড়াতে-টেড়াতে যেতে ভালো লাগত, তাও ছাড়লাম। শেষপর্যন্ত এক কামরার একটা ঘরে জীবনটা আটকে গেল। ঘর থেকে এক পা বেরুতে পারি না, যদি কোনো পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ফেলে।

পরশু কী হয়েছে শোনো, ওর এক চাচাতো ভাই এসেছে। আমাকে দেখে বলল—কী ভাবি, আপনার তো দেখাই পাওয়া যায় না। সারা দিন ঘরেই বসে থাকেন নাকি ? আর এতেই সবার সামনে ওর কী চিৎকার। কী সমস্ত জঘন্য কথা, মা। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। ওর চাচাতো ভাই লজ্জায় অপমানে কেঁদে ফেলল। আরও শুনবে ?

মা — না।

লীনা — জীবনটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো হলে খুব ভালো হতো, তাই না আপা ? গোড়া থেকে শুরু করা যেত। পিনটা উঠিয়ে এনে স্টার্টিং পয়েন্টে দিয়ে দেওয়া।

সোমা — মা, আমি চলে এসে কি ভুল করেছি ?

[মা জবাব দেবেন না।]

এমন সব ব্যাপার আছে মা, যা তোমাকে বলা যাবে না। শুধু এটুকু বলি—আমি খুব চেষ্টা করেছি। সব চেষ্টারই একটা শেষ আছে। আমিও তো মানুষ।

মা — যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়।

[সোমা উঠে চলে যাবে। তার পেছনে পেছনে যাবে মা ও লীনা। বাবা ঢুকবেন, কাপড় ছাড়তে থাকবেন। ঢুকবে লীনা।]

লীনা — আরে বাবা তুমি ? কখন এসেছ ?

বাবা — এই তো কিছুক্ষণ।

লীনা — হয়েছে কী তোমার ?

বাবা — কিছু হয় নাই। শরীরটা একটু খারাপ। মাথা ঘুরছে।

বাবা — [মানিব্যাগ খুলে মেয়ের হাতে দেবেন] লীনা, দেখ তো এর মধ্যে কত টাকা আছে। ভালো করে গুনবি।

লীনা — ব্যাপারটা কী ? এক হাজার আছে।

বাবা — এক হাজার টাকাই মানিব্যাগে ছিল। সেখান থেকে একটা ভিখিরিকে একশ' টাকা দিলাম। কাজেই ন'শ টাকা থাকার কথা, আছে এক হাজার। এর মানে কী ?

লীনা — একশ টাকা তুমি ভিখিরিকে দিয়েছ ? বলছ কী এসব ? কী সর্বনাশ!

বাবা — ন'শ থাকার কথা, আছে এক হাজার। Why ?

লীনা — একশ' টাকা কেউ কাউকে ভিক্ষা দেয়? তাও তোমার মতো মানুষ? এক টাকা রিকশা ভাড়া কমাবার জন্যে যে এক ঘণ্টা রিকশাওয়ালার সঙ্গে তর্ক করে?

বাবা — একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে লীনা। আজ একজন পাগল ধরনের লোকের সঙ্গে দেখা হলো। কেমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল। সে নাকি মহাপুরুষ—এসেছে জগতের কল্যাণের জন্যে!

লীনা — আর তাতেই ইমপ্রেসড্ হয়ে তুমি তাকে একশ' টাকা দিয়ে দিলে? বলো কী? এত বোকা তো তুমি কখনো ছিলে না।

বাবা — টাকাটা ওকে দেইনি। দিয়েছি অন্য লোককে। এক অন্ধ ভিখিরিকে। তবে আমার মনে হয় ঐ মহাপুরুষ আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সে না থাকলে আমি নিশ্চয়ই দিতাম না। আমি মানুষ হিসেবে কৃপণ। দ্যাট আই অ্যাডমিট। I do admit.

লীনা — তুমি কৃপণ না, তুমি রাম কৃপণ। বাংলাদেশী শাইলক।

রমিজ — সে বলছিল, সে এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্যে। মানুষের হৃদয়ে ভালোবাসা জাগানোর জন্যে।

লীনা — এরকম কথাবার্তা আজকাল লোকজন হরদম বলছে। বাবা শোনো, সবাই আমরা একটা দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। আমরা সবাই চাই সমাজের কিছু একটা করতে। কিন্তু করতে পারি না। মনে মনে আমরা সবাই মহাপুরুষ। আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বল মানুষ আছে যারা সেটা সহ্য করতে পারে না। একসময় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে থাকে তারা মহামানব। মাথার নাটবল্টু খুলে পড়ে যায় আর কী।

ফার্মগেটের কাছে তুমি নেংটি পরা এক বুড়োকে দেখবে যে চেঁচাচ্ছে—আমি ইসা নবী, ইয়াজুজ মাজুজকে শায়েস্তা করবার জন্যে এসেছি।

রমিজ — কিন্তু ঐ লোকটা আমার নাম জানে। কেমন করে আমার নাম জানল সে? কোনোদিনই আমার সঙ্গে যার দেখা হয়নি।

লীনা — বাবা, এই পাড়ায় তুমি পঁচিশ বছর ধরে আছ। এখানকার সবাই তোমার নাম জানে। সেও জানে। সে নিশ্চয়ই এ পাড়ারই ছেলে। তুমি তাকে চিনতে পারনি, কারণ বেশিরভাগ মানুষকেই তুমি চেনো না।

রমিজ — আর ন'শ টাকা থেকে এক হাজার হলো কীভাবে?

লীনা খুব সোজা। আসলে তোমার মানিব্যাগে ছিল এগারশ' টাকা। নতুন নোট। একটির গায়ে একটি লেগেছিল।

[রমিজ সাহেব চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াবেন। সিগারেট ধরাবেন।]

লীনা বাবা শোনো, আমি একশ' টাকা নিয়ে নিলাম। তোমার ন'শ টাকা থাকার কথা। এখন ন'শ টাকাই আছে।

রমিজ ঠিক আছে। নিয়ে নে।

লীনা [খুবই অবাক] বাবা, তোমার হয়েছেটা কী ? এক কথায় দিয়ে দিলে ? যেখানে তোমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা বের করতে আমার রক্ত পানি হয়ে যায়।

[মা ঢুকবেন।]

মা লীনা, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর সে মাঠের মধ্যে বসে কী করছিল।

বাবা কিছু করছিলাম না সুরমা।

মা জিজ্ঞেস কর, তার সঙ্গে কারা কারা ছিল।

লীনা বাবার সঙ্গে ছিলেন একজন প্রেরিত মানুষ। মহামানব। তিনি কী না কী বলেছেন বাবাকে, তারপর থেকেই বাবা একেবারে চেঞ্জড্ ম্যান। যে যা চাচ্ছে বাবা তাকে তাই দিয়ে দিচ্ছে। এক ভিখিরিকে দিয়েছে একশ'। আমাকে একশ'। এই দেখো। তুমি চাইলে তোমাকেও দেবে।

মা মদ খেয়ে এসেছে তাই এরকম করছে। গন্ধ পাচ্ছিস না। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে।

লীনা না না, বাবা আজ কিছু খায়নি। তাই না, বাবা ?

বাবা খেয়েছি মা।

মা মাতাল। বদ্ধ মাতাল। হায়রে নসিব।

[ভেতরে ঢুকে যাবেন]

লীনা কী আছে এর মধ্যে যে রোজ রোজ খেতে হয় ?

বাবা কিছুই নেই মা, কিছুই নেই।

লীনা কিছুই নেই তাহলে রোজ খাও কেন ?

[বাবা চুপ করে থাকবেন। লীনা বাবার মানিব্যাগ থেকে আরও একটি নোট বের করবে।]

লীনা বাবা শোনো, আমি আরেকটা নোট নেই ? দু'শ টাকা হলে আমার খুব উপকার হয়, বাবা। আমার খুবই দরকার।

রমিজ নিয়ে যা।

লীনা Strange! টাকাটার আমার দরকার ছিল না। তোমাকে টেস্ট করবার জন্যে এটা করলাম। মহাপুরুষ তো দেখি তোমাকে দারুণ ইনফ্লুয়েন্স করেছে। ব্যাটাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

রমিজ লীনা, তোর মা'কে গিয়ে বল মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি। আর কোনোদিন খাব না। নেভার নেভার নেভার।

লীনা বলো কী ?

রমিজ Yes. Yes, I speak the truth.

লীনা এসব তুমি নেশার ঝোঁকে বলছ বাবা, নেশা কাটলে কিছুই মনে থাকবে না।

রমিজ আনন্দ স্পর্শ করুক আমার হৃদয়। জীবন তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করুক আমার দিকে। কল্যাণ এবং মঙ্গল ঘিরে থাকুক আমাকে।

[মা ঢুকবেন।]

লীনা [উদ্বিগ্ন] মা শোনো, বাবা বিজবিজ করে কী সব যেন বলছে।

মা মাতালের কাণ্ড। বলতে দে। বলুক যা ইচ্ছা।

[চলে যেতে থাকবেন]

বাবা সুরমা, শোনো শোনো। তোমাদের একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি। অত্যন্ত জরুরি। ডাকো সবাইকে, ডাকো। ফরিদকে ডাকো। ফরিদ কোথায় ?

লীনা ভাইয়া তো বাবা বাসায় নেই। সে কয়েকদিন ধরেই আসছে না।

[ঘরে ঢুকবে সোমা। গম্ভীর মুখ।]

বাবা আরে আরে সোমা, তুই—তুই কোত্থেকে ?

সোমা বাবা, ভালো আছ ?

বাবা কখন এসেছিস ?

সোমা সন্ধ্যায়।

বাবা জামাই। জামাই কোথায় ?

সোমা [নিশ্চুপ]

বাবা জামাই আসেনি কেন ?

লীনা বাবা, দুলাভাই ছুটি পায়নি তো তাই আসেনি। ছুটি পেলে আসবে।

বাবা সোমা একা একা এতদূর চলে আসল!

লীনা — একা একা যদি মেয়েরা ইংল্যান্ড, আমেরিকা যেতে পারে, তাহলে কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসতে পারবে না ? খুব পারবে।

বাবা — আমার সোমা মা সন্ধ্যাবেলা এসেছে আর আমাকে কেউ কিছু বলল না। কেন আমাকে কেউ কিছু বলে না ?

মা — বলবে কীভাবে ? তুমি তো সে সময় নাচ গান করছিলে।

[বাবা থমকে যাবেন।]

বাবা — বসো বসো, তোমরা সবাই বসো। তোমাদের আমি একটা জরুরি কথা বলব। সোমা, মা আমার কাছে এসে বস। আমার মা'র মুখটা এত মলিন কেন ? কী হয়েছে আমার মা'র ?

মা — সোমা তুই সরে বস। বমি করে এক্ষুণি সব ভাসাবে।

সোমা — আহ্ মা, তুমি চুপ করো তো।

বাবা — সবাই এসেছে ? কাদের কোথায় ? কাদের, কাদের।

[কাদের ঢুকবে। এ বাড়ির কাজের ছেলে।]

কাদের বস বস। কাদেরকে বসতে দাও।

মা — কী আবোলতাবোল বলছ ? ওর জন্যে সোফা দিতে হবে নাকি ?

কাদের — গরিব মাইনষেরে সোফা চিয়ার কে দিব আম্মা কন। আমরার বসন লাগব মাডিতে। গরিব মাইনষের খাটপালংক হইল গিয়া মাডি। বিষয়ডা কী ?

লীনা — চুপ কর কাদের। খামোকা ভ্যাজ ভ্যাজ করছে। একটা কথা বলবি না।

রমিজ — তোমরা সবাই শোনো, আজ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করব। একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা। আজ থেকে আমি মদ স্পর্শ করব না। মিথ্যা বলব না। কারও সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করব না। We have only one life to live.

মা — তাই নাকি ?

রমিজ — হ্যাঁ তাই। সবাইকে নিয়ে আনন্দ করব। ছুটির সময় দল বেঁধে বেড়াতে যাব কক্সবাজার। আমরা কেউ সমুদ্র দেখিনি। বিশাল সমুদ্র দেখব। জোছনা রাতে সী বিচে বসে থাকব। হুহু করে হাওয়া আসবে সমুদ্র থেকে। চারদিকে জোছনার চাদর।

লীনা — অপূর্ব অপূর্ব!

রমিজ কিংবা যাব সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। বুঝলি লীনা, যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গিয়েছিলাম। সারা রাত আমরা চার বন্ধু চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বসে রইলাম। কী অদ্ভুত রাত ছিল সেটা। নিচে গহীন বন। অনেক দূরে সমুদ্র। রাত একটার দিকে চাঁদ উঠল। মরা জোছনা, কিন্তু কী যে সুন্দর।

মা কাদের, সাহেবের মাথায় পানি ঢাল। সাহেবের মাথা গরম হয়ে গেছে।

লীনা আহ্ মা, এসব কী ? এটা উচিত না, মা। বাবা আমাদের সত্যি সত্যি নিয়ে যাবে।

মা তোর বাবার সঙ্গে আমি তেত্রিশ বছর ধরে আছি। জিজ্ঞেস কর তো এই তেত্রিশ বছরে সে আমাকে ঢাকা শহরের বাইরে কোনোদিন নিয়ে গেছে কি না ?

রমিজ সুরমা, এইবার নিয়ে যাব। একটিমাত্র জীবন আমাদের। কোনোদিন তা বুঝতে পারিনি। এখন পারছি। কেউ একজন আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে।

মা তেত্রিশ বছরে যা বুঝতে পারনি, আজ তা বুঝে গেলে ? চমৎকার!

রমিজ দেরিতে হলেও তো পারলাম। কেউ কেউ তো তাও পারে না। সুরমা আমার কথা শোনো...।

মা শুনছি, তুমি আমার হাত ছাড়ো। এটা সিনেমা না। সিনেমার মতো ঢং করার দরকার নেই।

লীনা আহা, বাবা একটু হাত ধরতে চাচ্ছে ধরুক না। এতে কি তোমার হাত পচে যাচ্ছে ?

[মা একটি চড় বসিয়ে দেবেন মেয়ের গালে।]

মা বেশি ফাজিল হয়েছে। সবসময় রসিকতা। সবসময় ঠাট্টা।

রমিজ সুরমা প্লিজ শান্ত হও। প্লিজ। আমি জানি এই সংসারে আমি একজন পরাজিত পিতা, এবং পরাজিত স্বামী। তুমি আমাকে একটা সুযোগ দাও। আই শ্যাল উইন। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি সব ফিরে পাবে।

মা সব ফিরে পাব ?

রমিজ হ্যাঁ, সব। সব। বিয়ের রাতে আমরা কী করেছিলাম মনে আছে সুরমা ? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা চুপিচুপি ছাদে উঠে গেলাম...।

মা আহ্ চুপ করো তো।

লীনা — না না, বাবা চুপ করবে না, তুমি বলো। আমাদের শুনতে ইচ্ছে করছে।

রমিজ — আবার সেই রাতের গভীর আনন্দ নিয়ে আসব তোমার মধ্যে। তোমার তেত্রিশ বছরের সব কষ্ট দূর করব।

সুরমা — লোকটা তোমাকে যথেষ্টই ইনফ্লুয়েন্স করেছে।

রমিজ — হ্যাঁ করেছে। যথেষ্টই করেছে।

লীনা — বাবা, লোকটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদেরকে পাঠাও তো নিয়ে আসুক। দেখতে সে কেমন ?

রমিজ — লম্বা। গায়ে চাদর।

মা — রাতদুপুরে পাগল ছাগল এনে ভর্তি করতে পারবি না। খবরদার। যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেছি। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

লীনা — না, না, ওকে আনতেই হবে। আমার ধারণা সে দারুণ একটা ক্যারেক্টার। সাক্ষাৎ দস্তয়োভস্কির কোনো উপন্যাস থেকে উঠে এসেছে।

কাদের — লোকটা কেডা আফা ?

লীনা — একজন মহামানব, সুপারম্যান, মহাপুরুষ। সে এসেছে পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে। যার সঙ্গেই এর দেখা হবে সে-ই উদ্ধার পেয়ে যাবে। সে আর কোনো মন্দ কাজ করতে পারবে না। বাবার মতো কোনো কৃপণের সঙ্গে তাঁর দেখা হলে সেই কৃপণ হয়ে যাবে হাজী মোহাম্মদ মহসিন।

কাদের — কন কী আপা ? বড় কামেল আদমি মনে লয়। কোন তরিকার ?

লীনা — তরিকা ফরিকা জানি না। তবে এইটুকু জানি মা'র সঙ্গে যদি তার দেখা হয় তাহলে মা'র স্বভাব হয়ে যাবে মাখনের মতো। সবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলবে। তুই যদি পানির জগ ভেঙে ফেলিস মা বেতন থেকে জগের দাম কেটে রাখবে না। তাই না, মা ?

মা — লীনা, সব কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তোর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাদের, খবরদার কোথাও যাবি না। এটা পাগলাগারদ না। দুনিয়ার সব পাগল এখানে এনে জড়ো করা যাবে না।

[মা চলে যাবেন।]

কাদের — মুশিবতে পড়লাম। কার কথা হুনি ? ও আফা...

লীনা — যা যা—ওনাকে নিয়ে আয়।

কাদের — পীরসাব দেখতে কেমুন ?

লীনা	মহাপুরুষরা যেরকম হয় সেরকম। নুরানী চেহারা, মুখ দিয়ে জ্যোতি বেরুচ্ছে। গায়ে রোমান সিনেটারদের মতো, সাদা চাদর, ভারী গম্ভীর গলা, অনেকটা দেবব্রতের মতো তাই না, বাবা ?

[বাবা অস্বস্তির সঙ্গে উঠে দাঁড়াবেন]

লীনা	কী হয়েছে ?

বাবা	কিছু না কিছু না। শরীরটা ভালো না।

সোমা	বাবার জ্বর। বাবা চলো, তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

লীনা	আপা, তুমি আবার চলে আসবে। আমরা মহামানব দেখব।

সোমা	একজন মহামানবকেই ভালোমতো দেখেছি, আর দেখার শখ নেই। আমার শখ মিটে গেছে।

[সোমা বাবাকে নিয়ে চলে যাবে।]

লীনা	কাদের, তুই এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

কাদের	যদি আসতে না চায়। পীর মানুষ, এরা মিজাজে চলে। বিষয়ডা বুঝলেন আপা ? আল্লাওয়ালা আদমি, এদের মিজাজ মর্জিই অন্যরকম।

লীনা	আসতে না চাইলে বেঁধে নিয়ে আসবি। ইনাকে আমাদের ভীষণ দরকার। ইনি এসে আমাদের সবাইকে ভালো করে দেবেন। তুইও ভালো হয়ে যাবি। তোর আর চুরি করতে ইচ্ছা হবে না।

কাদের	এইটা কী কইলেন আপা ? গরিব বইল্যা যা মুখে আয় কইবেন ?

লীনা	কাদের তুই এমন কথায় কথায় গরিব ধনী নিয়ে আসিস কেন বল তো ? শিখলি কোত্থেকে এসব ? বামপন্থী কথাবার্তা এ বাড়িতে চলবে না।

কাদের	হ, তা চলব কেন ? গরিবের কোনোটাই চলে না। ধনীর সব চলে।

[চলে যেতে যেতে বলবে।]

লীনা	মহাপুরুষ আসছেন। তাঁর জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। একটা সিংহাসন।

[একটা চেয়ার ঠিকঠাক করবে।]

একগুচ্ছ ফুল।

[ফুলদানি হাতে নেবে।]

এবং স্বাগত সঙ্গীত। সঙ্গীতের কী ব্যবস্থা করা যায় ?

আপা, আপা, আপা!

[সোমা ঢুকবে।]

'ওই মহামানব আসে' এই গানটা একটু গাইবে আপা ? অ্যাটমোসফিয়ারটা তৈরি হোক।

সোমা — আচ্ছা, তোর কি মন বলে কিছু নেই ? এই অবস্থায় গান গাইব ?

লীনা — বড় আর্টিস্টরা ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার ঊর্ধ্বে থাকেন। তাঁদের নিজের দুঃখ তাদের শিল্পকে স্পর্শ করে না।

সোমা — আমি কোনো আর্টিস্ট না। আমি খুবই সাধারণ মেয়ে। আমার দুঃখটা আমার কাছে অনেক বড়।

[কাঁদতে শুরু করবে।]

লীনা — আরে আপা, ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড। এভাবে কেউ ভেঙে পড়ে ?

সোমা — আমি এখন কোথায় যাব বল ?

লীনা — দুলাভাইয়ের ঐ বাড়িটি ছাড়া তোমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই এটা মনে করা ঠিক না। পুরনোকালের মেয়েরা এরকম ভাবত। তুমি পুরনোকালের মেয়ে নও। তুমি একালের মেয়ে। অনেক শক্ত মেয়ে।

সোমা — এসব বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ভালো লাগছে না। চুপ কর। তুই বড় বেশি কথা বলছিস।

লীনা — ঠিক আছে, চুপ করলাম। তুমি গানটা গাও। লক্ষ্মী আপা। আমার মিষ্টি আপা, আমার টক আপা।

সোমা — কী সব ছেলেমানুষী করছিস ? এখন গান গাইতে হবে কেন ?

লীনা — কত বড় একজন মানুষ আসবেন। তাঁর জন্যে কয়েকটি লাইন সুর দিয়ে গাইব না ? আপা, তোমার পায়ে পাড়ি। লক্ষ্মী আপা। মজা করবার জন্যে গাওয়া। জীবন বড্ড ডাল হয়ে আছে। একটু ভেরিয়েশন আসুক। আপা, প্লিজ।

সোমা — ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে।
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।।
ওই মহামানব আসে।

[সোমার সঙ্গে লীনাও গাইবে এবং হঠাৎ থেমে যাবে কারণ তারা দেখবে লুঙ্গি ও বিরাট সফেদ পাঞ্জাবি পরা এক মওলানাকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে কাদের এনে ঢুকিয়েছে। তাঁর হাতে নিমের দাঁতন। কাঁধে গামছা। তিনি রেগে অগ্নিশর্মা।]

মৌলানা — খবিস জানোয়ার, ঠেলছিস কেন ?

কাদের	আপামণি, বহুত কষ্টে আনছি।

মৌলানা	এই লোক তোমাদের বাসার ? আরে এই ইবলিস করছে কী ? এশার নামাজের আগে মেছোয়াক করছি আর এসে টানাটানি পাছরাপাছরি। আরে ব্যাটা, তুই দেখছিস আমি যাচ্ছি তোর সাথে, তারপরেও তুই পেটে ধাক্কা দেস কেন ? আবার হাসে হায়ওয়ান।

লীনা	এত খারাপ গালাগালি দেবেন না মৌলানা সাহেব। অজু নষ্ট হয়ে যাবে। গালি দিলে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

মৌলানা	অজু করি নাই এখনো। তা বিষয় কী ? আমাকে দরকার কেন ?

[প্রবল বেগে দাঁত মেছোয়াক করতে থাকবে।]

লীনা	তোকে না বলে দিলাম—গায়ে থাকবে চাদর ? দেখছিস না ওনার কাঁধে গামছা ?

কাদের	আন্ধাইরে দেখমু কেমনে আপা ? চউখের মইধ্যে তো টর্চ লাইট ফিট করা নাই।

লীনা	আপা, দেখেছ কেমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে ?

কাদের	গরিবে মিষ্টি কথা কইলেও মনে হয় চ্যাটাং চ্যাটাং।

লীনা	চুপ কর।

মৌলানা	বিষয়টা কী অ্যা! বিষয়টা কী!

[ঘরের মধ্যে থুথু ফেলবেন।]

লীনা	শোনেন মৌলানা সাহেব, ঘরের ভেতরে থুথু ফেলবেন না।

মৌলানা	কোথায় ফেলব ?

কাদের	মাঠের মইধ্যে গিয়ে ফেলেন। আল্লাহতালা অত বড় মাঠ বানাইছে খামোকা ? ছেপ ফেলবার জইন্যে বানাইছে।

মৌলানা	ব্যাপারটা কী ? ঘরে মুরব্বি কেউ আছে ? আমি বিষয়টা জানতে চাই। পুরুষমানুষ কেউ নাই ?

[আবার ঘরে থুথু ফেলবেন।]

কাদের	আহ্, আস্তে ফেলেন।

সোমা	ভুল করে আপনাকে নিয়ে এসেছে, আপনি চলে যান। কাদের গিয়েছিল আমাদের একজন পরিচিত মানুষকে আনতে। ভুলে আপনাকে নিয়ে এসেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।

মৌলানা	কেয়ামত নজদিক। নামাজের সময় গানবাজনা হয়। মানি ব্যক্তিরে এনে অপমান করা হয়। এই বাড়িতে পুরুষ কেউ নাই ? কার বাড়ি ?

সোমা	রমিজ সাহেবের।

মৌলানা	কিনা বাড়ি ?

সোমা	জি-না, ভাড়া।

মৌলানা	রমিজ সাবের নাম তো কোনোদিন শুনি নাই। নামাজে সামিল হন না বোধহয় ? আমি জামে মসজিদের পেশ ইমাম। আল্লাওয়ালা সব মুসুল্লিরে চিনি।

লীনা	যারা আল্লাওয়ালা না, তাদেরকে চেনেন না ?

মৌলানা	আপ্পা যাদের চিনে না আমিও তাদের চিনি না।

লীনা	আপনি তো তাহলে আল্লাহ্‌তালার খুব কাছের মানুষ। আপনার সঙ্গে তাঁর তাহলে খুব ভালো যোগাযোগ। ডাইরেক্ট ডায়ালিং।

সোমা	লীনা চুপ কর তো।

লীনা	আমার বাবাকে যখন চেনেন না, তাহলে সম্ভবত আমার ভাইকেও চেনেন না। ওর নাম ফরিদ।

মৌলানা	ও আচ্ছা আচ্ছা, ফরিদ সাবের বাড়ি। আগে বলবেন তো। ফরিদ সাহেব কি আছেন বাসায় ?

লীনা	না। ও তো বেশির ভাগ সময়ই বাসায় থাকে না।

মৌলানা	ভালো লোক। বড় ভালো লোক। খুব হামদর্দি।

লীনা	ভালো লোক কোথায় দেখলেন আপনি ? ও তো মহাগুণ্ডা।

মৌলানা	কিন্তু দিল ভালো। দিলটাই আসল। আল্লাহ্‌পাক দিলটা দেখেন।

[মৌলানা আবার থুথু ফেলতে গিয়েও ফেললেন না।]

লীনা	থুথু ফেলেলেন না যে ? গিলে ফেললেন বুঝি ?

সোমা	তুই চুপ কর তো। মৌলানা সাহেব আপনি যান। আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো।

মৌলানা	না না কোনো বিরক্তের কথা না। বিরক্ত হব কেন! এ তো খুশির কথা। আনন্দের কথা। আচ্ছা ফরিদ সাবকে বলবেন আমার কথা। উনি আমাকে খুব পিয়ার করেন। খুব হামদর্দি মানুষ তো। বড় দিল। খুব বড় দিল।

লীনা	স্লামালিকুম মওলানা সাহেব।

মৌলানা	ওয়ালাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমুতুল্লাহে ওয়া বরকাতাহু।

[মওলানা সাহেব চলে যাবেন।]

লীনা কাদের, যা তুই আসল জিনিস নিয়ে আয়। চাদর গায়ের মহাপুরুষ আনতে বললাম, ব্যাটা নিয়ে এসেছে গামছা কাঁধের এক মৌলানা।

সোমা না, কাউকে আনতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে।

লীনা মোটেও যথেষ্ট হয়নি। আপা ঐ লোকটির সঙ্গে আমার সত্যি দেখা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আমি জানি সমস্ত ব্যাপারটাই বোগাস তবু বাবাকে দেখো না, কী রকম ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছেন।

সোমা বাবা হচ্ছেন ডুবন্ত মানুষ। ডুবন্ত মানুষ যা পায় তা-ই আঁকড়ে ধরে।

লীনা আমিও ডুবন্ত মানুষ, আপা। আমারও কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাদের, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা।

[কাদের চলে যাবে।]

কিচ্ছু ভালো লাগে না, আপা। সবাই কেমন হয়ে যাচ্ছে। প্রায়ই মরে যেতে ইচ্ছা করে।

সোমা ফরিদ বিরাট গুণ্ডা হয়েছে বুঝি?

লীনা হ্যাঁ।

সোমা বাসায় এখন থাকে না?

লীনা বাসাতেই থাকে, কয়েকদিন ধরে আসছে না। সবাই আমরা এরকম হয়ে যাচ্ছি কেন আপা? কত দ্রুত আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি দেখছ?

সোমা ফরিদ যে এরকম হয়ে যাচ্ছে বাবা তাকে কিছু বলেন না?

লীনা না।

সোমা মা, মা বলেন না?

লীনা কেউ কিচ্ছু বলে না। মা তো ভাইয়ার সঙ্গে কোনো কথাই বলে না। ভাইয়ার প্রসঙ্গ থাক। ভাইয়াকে নিয়ে আলাপ করতে ভালো লাগে না। চা খাবে? চা নিয়ে আসি?

[ফরিদ ঢুকবে। কেমন অন্যমনস্ক। অস্বস্তি বোধ করছে। এলোমেলো দৃষ্টি।]

সোমা কেমন আছিস ফরিদ?

ফরিদ ভালো।

সোমা এরকম করছিস কেন? কী হয়েছে তোর?

ফরিদ কিছুই হয়নি। কী হবে?

সোমা দু'বছর পর তোর সঙ্গে আমার দেখা। একবার অন্তত জিজ্ঞেস কর—কবে এসেছি। কখন এসেছি।

ফরিদ কারও জন্যে আমার এত প্রেম নেই।

সোমা তোর শরীর ভালো আছে তো ?

[উঠে গিয়ে গায়ে হাত দেবে।]

ফরিদ বললাম তো একবার শরীর ভালো আছে। গায়ে হাত দিচ্ছ কেন ? গায়ে হাত দিলে আমার ভালো লাগে না।

সোমা আমার সঙ্গে তুই এরকম করে কথা বলছিস ?

ফরিদ আমি যেরকম ব্যবহার পাই সেরকম ব্যবহার করি। তুমি কি জানো এ বাড়িতে সবাই কেমন ব্যবহার করে আমার সঙ্গে ? যখন খেতে বসি কেউ এসে জিজ্ঞেস করে না, কী খাচ্ছি না খাচ্ছি। অথচ কাদের যখন খেতে বসে মা এসে জিজ্ঞেস করেন। তরকারি লাগবে কি না। ভাত লাগবে কি না।

[লীনা চা নিয়ে ঢুকবে। সোমাকে দেবে।]

লীনা তারপর, ভাইয়া তুমি কী মনে করে ? বেড়াতে এসেছ ?

ফরিদ গেট আউট! গেট আউট!

[লীনা উঠে চলে যাবে। বাবা এসে ঢুকবেন।]

বাবা কী হয়েছে ? হৈচৈ কিসের ?

ফরিদ কিছুই হয়নি। হবে আবার কী।

মা সোমা, ওকে এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বল।

সোমা কেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে কেন ?

মা কোনো কেন নেই। ওকে এই বাড়িতে আমি দেখতে চাই না। এক্ষুণি চলে যেতে বল।

ফরিদ আমি চলে যাওয়ার জন্যেই এসেছি। দু'একটা কাপড়চোপড় নেব। যদি তোমাদের আপত্তি থাকে তাও নেব না। আছে আপত্তি ?

মা তোর যা যা নেওয়ার নিয়ে বিদেয় হ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে দুপুররাতে চেঁচামেচি হৈচৈ করা যায় না।

[মা চলে যাবেন। ফরিদ একটা ব্যাগে কাপড় ভরতে থাকবে।]

বাবা কোথায় যাচ্ছিস ?

ফরিদ জানি না কোথায় যাচ্ছি।

বাবা তুই কি আমার উপর রাগ করেছিস ?

ফরিদ কারও উপর আমার কোনো রাগ নেই। রাগ যদি কিছু থাকে সেটা নিজের উপর।

বাবা বাবার যে সমস্ত কর্তব্য থাকে সেসব আমার পালন করা হয়নি। আমি ঠিক করেছি নতুন করে সব শুরু করব। তোর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। থেকে যা ফরিদ। সোমা, ওকে ভাত দে।

ফরিদ তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ, বাবা। এ বাড়িতে ইদানীং আর আমার জন্যে ভাত রান্না হয় না। আমি খেতে যাই চানমিয়ার হোটেলে। ওরা খুব যত্ন করে খাওয়ায় এবং পয়সা নেয় না। হা হা হা।

সোমা পয়সা নেয় না কেন?

ফরিদ নেয় না, কারণ আমি এই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। সবার ফরিদ ভাই। ফরিদ ভাইয়ের কাছ থেকে পয়সা চাইবে এত বড় সাহস কারও থাকার কথা নয়। আপা, জানালা দিয়ে দেখ তো কাউকে দেখা যায় কি না।

সোমা কাকে দেখা যাবে?

ফরিদ জামিল। বেঁটেমতো এক শুয়োরের বাচ্চা। আমাকে খুন করার জন্যে ঘুরছে। ওর জন্যেই কিছুদিন পালিয়ে থাকতে হবে।

সোমা এইসব কী বলছিস তুই?

ফরিদ সবরকম চাকরিতে কিছু প্রফেশনাল হ্যাজার্ড থাকে। আমি যে চাকরি করছি তাতেও আছে।

[ফরিদ বের হয়ে যেতে চাইবে।]

বাবা ফরিদ শোন, আমি এই সংসার ঢেলে সাজাব। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ফরিদ ঠিক হলে তো ভালোই। যাই, বাবা। আপা যাই। তুমি কিন্তু অনেক রোগা হয়ে গেছ।

[মা এসে ঢুকবেন।]

মা কী ব্যাপার, তুই এখনো যাসনি?

ফরিদ যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। আরও আগেই চলে যেতাম, বড় আপাকে দেখে কেমন দ্রবীভূত হয়ে গেলাম। একটা পিছুটান তৈরি হয়ে গেল। চলি তাহলে?

সোমা কী সব হচ্ছে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই রাতে কোথায় তাকে ঠেলে পাঠাচ্ছ? ফরিদ, তুই চুপ করে বোস। মা, তুমি ঘুমুতে যাও।

মা	বেশি আহ্লাদ দেখানোর কোনো দরকার নেই। ও যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাক। ওর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। ওর থাকার জায়গার অভাব হবে না।

ফরিদ	সবাইকে সালাম টালাম করে বিদেয় হব কি না বুঝতে পারছি না। কি মা সালাম করতে হবে ? পা ধোয়া আছে ? পা ধোয়া থাকলে এগিয়ে এসো।

[হাসতে থাকবে।]

মা	এর মধ্যে তোর হাসিও আসছে ? ভালো জিনিস পেটে ধরেছিলাম।

ফরিদ	কেন ধরলে ? আমাকে পেটে ধরবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাধাসাধি করিনি ?

মা	বেরিয়ে যা। এক্ষুণি বেরিয়ে যা। ছোটলোক শয়তান।

ফরিদ	মা, আই অ্যাম সরি। যে কথাটি বলেছি সেটা মুখ ফস্‌কে বলা হয়েছে। আমার বলার ইচ্ছা ছিল না। যাই।

[ফরিদ বের হয়ে যাবে।]

সোমা	বাবা, যাও ঘুমুতে যাও।

বাবা	ঘুমিয়েই ছিলাম। হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। দেখলাম একটা বিরাট মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে আছি। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হতে লাগল...

সোমা	থাক রাতেরবেলা আর স্বপ্ন বলতে হবে না। বাবা, তুমি ঘুমুতে যাও।

[বাবা ও মা চলে যাবেন। লীনা ঢুকবে।]

লীনা	ভাইয়া কি চলে গেছে নাকি ?

সোমা	হুঁ।

লীনা	আমাকে দেখলেই রেগে যায়। অথচ বিশ্বাস করো আপা, আমি এখনো তাকে অন্য সবার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ও যখন একা একা খেতে বসে তখন তার পাশে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু আমাকে দেখলেই রেগে উঠে বলে থাকা হয় না।

সোমা	ঘুমুতে চল লীনা।

লীনা	তুমি ঘুমুতে যাও। আমি প্রতীক্ষা করব। মহাপুরুষকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করব।

সোমা	তুই মনে হয় সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিস।

লীনা	কোনো একটা আশা নিয়ে তো আমাদের বাঁচতে হবে। হবে না ?

মঞ্চ অস্পষ্ট। খোলা মাঠ। একা একা ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে। ঢুকবে কাদের।

কাদের — এইডা কেডা ? ছোডভাই না ?

ফরিদ — [জবাব দেবে না।]

কাদের — ভাইজান, কথা কন না ক্যান ? ও ভাইজান ?

ফরিদ — বিরক্ত করিস না।

কাদের — যান কই ?

ফরিদ — কোথাও যাই না। দাঁড়িয়ে আছি। জোছনা দেখছি। তুই এখানে কী করছিস ?

কাদের — মশিবতের কথা আর কইয়েন না ছোডভাই। পীরসাবরে খুঁজতাছি। চাদ্দর গায়ে পীরসাব।

ফরিদ — বাড়িতে যা। বাড়িতে গিয়ে ঘুমো।

কাদের — আরে ভাইজান বাড়িত গেলে উপায় আছে ? আবার পাঠাইব, কইব—যা কাদের, পীর ধইর‍্যা আন। আরে পীর কি গাছের ফল, কন দেহি ভাইজান ? এরা আল্লাওয়ালা মানুষ। এরা হইল গিয়া আপনের...

ফরিদ — ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না।

কাদের — ভ্যাজর ভ্যাজর কি আর ইচ্ছা কইরা করি ? মনের দুঃখে করি। বুঝছেন ভাইজান, যে বাড়িত বিয়ার যুগ্যি মাইয়া থাকে সে বাড়িত বাসার কাম করন নাই। বিয়ার যুগ্যি মাইয়াডির মাথার ঠিক থাকে না। যেইডা মনে লয় করে। মাঝখান থাইক্যা গরিবের কাম শেষ।

ফরিদ — কাদের।

কাদের — জি।

ফরিদ — তোর কথা শেষ হয়েছে ?

কাদের — গরিবের কথার কি ভাইজান কোনো শেষ আছে ? শেষ নাই। আরম্ভও নাই শেষও নাই। গরিবের কথা হইল আপনের...

ফরিদ — কাদের!

কাদের — জি।

ফরিদ — তোর কাছে বিড়ি সিগারেট কিছু আছে ? থাকলে আমাকে দিয়ে বাড়ি চলে যা। আর একটি কথাও না।

[কাদের সিগারেট দেবে।]

কাদের ভাইজান, যাওনের আগে একটা কথা জিগাই।

ফরিদ [সিগারেট টানছে। জবাব দিচ্ছে না।]

কাদের ভাইজান, হুনলাম দেশে সমাজতন্ত্র হইব। ধনী মাইনষে রিকশা চালাইব আর আমরা দালানকোঠার মইধ্যে বইস্যা খানাখাদ্য খাইবাম। ঠিক নাকি ভাইজান ?

ফরিদ ঠিক হলে ভালো হয় ?

কাদের না। একটা কথার কথা কই। ধরেন আপনের আব্বা একটা রিকশা চালাইতাছেন তখন আমি হেই রিকশায় উঠি ক্যামনে ? আমার একটা শরম আছে ? আর আপনের আব্বারও তো একটা ইজ্জত আছে ? কী কন ভাইজান ?

ফরিদ যা বাড়িতে যা।

[দেখা যাবে চাদর গায়ে একটি লোক এগিয়ে আসছে।]

কাদের আরে আরে আরে—ভাইজান দেহেন সাদা চাদ্দর। সাদা চাদ্দর। আসসালামু আলাইকুম।

ফখরুজ্জামান আমাকে, আমাকে বলছেন ?

কাদের আপনের গায়ে এইটা কী সাদা চাদ্দর ?

ফখরুজ্জামান আমাকে বলছেন ?

কাদের এইখানে আপনে আছেন আর আপনের দুই কান্দে দুই ফিরিশতা আছে। আর কেডা আছে ? আমি হুজুরের একটু দোয়া চাই। খাসদিলে দোয়া করেন হুজুরে কেবলা।

[কদমবুসি করতে এগিয়ে যাবে]

ফখরুজ্জামান : আরে কী আশ্চর্য। কী ব্যাপার ?

কাদের হুজুরের একটু কষ্ট কইরা আমার সাথে আওন লাগব। এট্টু কষ্ট করন লাগব।

ফখরুজ্জামান কী মুশকিল। আপনি আমার কথাটা শোনেন।

কাদের কোনো শুনাশুনি নাই।

[হাত ধরে টানতে থাকবে।]

ফরিদ কাদের ছেড়ে দে। ওনাকে যেতে দে।

কাদের কী কন ছোডভাই ? সাদা চাদ্দর দেখতাছেন না ? আর কেমুন নুরানী চেহারা!

ফখরুজ্জামান : ভাইসাহেব, আপনি আমার কথাটা একটু শোনেন।

কাদের ভাইসাব কইয়া, ডাক দিয়া আমারে শরম দিয়েন না।

[কাদের তাকে টানতে টানতে নিয়ে বের হয়ে যাবে। ফরিদ মঞ্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়ে আসবে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে শ্যামল ও ফজলু আসছে। ওরা ফরিদকে দেখে থমকে দাঁড়াবে।]

ফরিদ কে, ফজলু ?

ফজলু এই মাঠের মধ্যে বসে আছেন কেন ? ব্যাপার কী ফরিদ ভাই ?

ফরিদ জোছনা দেখছি। ভালো জোছনা হয়েছে। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ?

শ্যামল একটা ছবি দেখলাম, ফরিদ ভাই। খামোশ। ছবি খারাপ না। ভালোই। কী কস ফজলু ?

ফজলু হুঁ, ভালোই। মাইরপিট আছে। ফরিদ ভাই, বসি আপনের সাথে ? মিঠা বাতাস।

ফরিদ বসে কী করবে, চলে যাও। রাতটা ভালো না।

ফজলু কী বললেন ফরিদ ভাই ?

ফরিদ বললাম রাতটা ভালো না। খুব খারাপ রাত। বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। এরকম রাতে বাইরে থাকা ঠিক না।

ফজলু আপনার কী হয়েছে, ফরিদ ভাই ?

ফরিদ কিছুই হয় নাই। তোমরা কি জামিলকে দেখেছ ?

শ্যামল হ্যাঁ, দেখলাম তো কাঁঠালগাছটার নিচে বসে আছে। ডাকলাম, কথা বলল না।

ফরিদ [উত্তেজিত] বসে আছে কাঁঠালগাছের নিচে ? তাই নাকি ? আমিও সেই রকম ভেবেছিলাম। আমার আশেপাশেই ওর এখন থাকার কথা। যাও, যাও। দাঁড়িয়ে আছ কেন ? চলে যাও, চলে যাও।

[ওরা চলে যাবে। ফরিদ ছুটে যাবে কাঁঠাল গাছের দিকে। একটা ভয়াবহ আর্তচিৎকার শোনা যাবে।]

৫

লীনাদের বাড়ি। লীনা একা। কাদের, চাদর গায়ের একটি লোককে নিয়ে ঢুকবে।

কাদের আসেন হুজুর আসেন। নিজের বাড়ি মনে কইরা ঢুকেন। আপা, ছোডআপা, হুজুর কেবলারে আনছি। আসতে কি চায় ? জবর কষ্ট হইছে। টানাটানি। ঠেলাঠেলি।

[লীনা এসে ঢুকবে।]

লীনা স্লামালিকুম। আপনি কেমন আছেন?

লোক জি ভালো।

লীনা আসতে কোনো তকলিফ হয়নি তো?

লোক জি-না।

লীনা কাদের, একটা হাতপাখা এনে ইনাকে বাতাস কর তো। আমাদের বসার ঘরের ফ্যানটা নষ্ট।

লোক বাতাস লাগবে না।

কাদের এরা আপা পীর ফকির মানুষ, ঠান্ডা গরমে এরার কিছু হয় না।

লোক মানে আমি ঠিক ইয়ে কী যেন বলে.. কেন আমাকে আনল...

লীনা আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

লোক আমাকে দরকার? এইসব কী বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই লোক আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে। আমি ভয়ে অস্থির। দিনকাল খারাপ। আমি এক গ্লাস পানি খাব।

লীনা কাদের, ইনাকে ঠান্ডা দেখে এক গ্লাস পানি এনে দে। আপনার নাম কী?

লোক আমার নাম ফখরুজ্জামান। মুহম্মদ ফখরুজ্জামান।

লীনা কী করেন আপনি?

লোক প্রাইভেট টিউশনি করি। উকিল সাহেবের দুই মেয়েকে পড়াই। কণা আর বিনু, থ্রিতে পড়ে দুজনেই। ওদের পড়ানো শেষ করে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি তখন এই লোক টানাটানি শুরু করেছে। আমার স্যান্ডেল ছিঁড়ে ফেলেছে এই দেখেন।

লীনা একটা ভুল হয়ে গেছে। কাদের ভেবেছে আপনি একজন মহাপুরুষ। কাজেই সে আপনাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক কী বললেন ঠিক বুঝলাম না।

লীনা ও ভেবেছে আপনি একজন মহামানব, একজন জগতত্রাতা। আপনি এসেছেন আমাদের পথ দেখানোর জন্যে।

লোক সোবাহান আল্লাহ! কেন?

লীনা কারণ, একজন মহামানব সত্যি সত্যি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি ঠিক আপনার মতো দেখতে। আপনার মতোই একটা চাদর গায়ে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। আমরা তাঁকেই আনতে পাঠিয়েছিলাম। সে ভুল করে একজন প্রাইভেট টিউটর ধরে নিয়ে এসেছে।

লোক আমি তাহলে উঠি ? এগারোটার পর বাস পাওয়া যায় না। আমি থাকি শান্তিনগর। তিন নম্বর বাস ধরব।

লীনা মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে থাকতে পারেন। কাদের আবার যাবে। কাদের!

কাদের জি-না আপা। আমার ঘুম ধরছে।

লীনা এখনই ঘুম ধরেছে মানে ? এগারোটাও এখনো বাজেনি।

কাদের গরিব হইছি বইল্যা কি আমরার চউক্ষে ঘুমও আসত না ? এইটা আপা কেমুন কথা কইলেন ? আমি যাইতেছি না।

[কাদের ভেতরে চলে যাবে।]

লীনা কাদের যা। এই শেষবার। আর বলব না। শুনুন ফখরুজ্জামান সাহেব, আপনি ববং থাকুন। মহাপুরুষ এলে আপনার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

লোক আমার কোনো সমস্যা নাই।

লীনা [খুবই অবাক] সমস্যা নেই। বলেন কী ? এই প্রথম একজন লোক পাওয়া গেল যার কোনো সমস্যা নেই। আপনি তাহলে সুখী মানুষ ?

লোক জি, আমি মোটামুটি সুখী। তিনটা টিউশনি করি, এক হাজার টাকা পাই, মেসে দেই আপনার পাঁচশ'। থাকা আর দু'বেলা খাওয়া। সকালের নাশতাটা নিজের কিনতে হয়। দেশের বাড়িতে দু'শ টাকা পাঠাই। তারপরও আপনার প্রতি মাসে কিছু থাকে।

লীনা বাহ্ চমৎকার তো!

লোক শুক্রবারে কোনো টিউশনি করি না। নিজের মনে ঘুরে বেড়াই।

লীনা আহ্ কী চমৎকার। শুক্রবারে উইকএন্ডিং ? মজা করে ঘুরে বেড়ান ? কোথায় কোথায় যান ?

লোক তেমন কোথাও না। ইয়ে মাঝে মধ্যে নিউমার্কেটে আসি। দুই নম্বর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বড় ভালো লাগে। কোনো কোনো সপ্তাহে আবার সারা দিন ঘুমাই। নাশতা খেয়ে ঘুমাই, দুপুরবেলা উঠে ভাত খেয়ে আবার ঘুমাই।

লীনা বিয়েটিয়ে করেননি বোধহয় ?

লোক জি-না। যা রোজগার তাতে বিয়েটা ঠিক...।

লীনা সম্ভব না। সারা জীবন আপনি সম্ভবত টিউশনি করবেন। বিয়েটিয়ে করতে পারবেন না।

লোক তা মানে ইয়ে কী যেন বলে...।

লীনা কত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এই বাংলাদেশে সেসব দেখার মতো পয়সা আপনার কোনোদিন হবে না। সমুদ্র দেখেছেন কখনো ?

লোক জি-না।

লীনা এত কাছে সমুদ্র সেটা কোনোদিন দেখতে পারবেন না এর জন্যে খারাপ লাগে না ?

লোক সমুদ্রে দেখবার কী আছে ? খালি পানি।

লীনা তা তো ঠিকই। পানি দেখে লাভ কী ? বাথরুমে ঢুকে কল ছেড়ে দিলেই তো পানি দেখতে পারি। পাহাড় পর্বত দেখে লাভ নেই। পাহাড় পর্বত হচ্ছে বালি এবং পাথরের তৈরি। বালি এবং পাথরের পাহাড় দেখে কী হবে ?

লোক না মানে ইয়ে কী যেন বলে...।

লীনা চা খাবেন ?

লোক জি-না। আমি চা খাই না। চা শরীরের জন্যে ভালো না।

লীনা সিগারেটও নিশ্চয়ই খান না ?

লোক জি-না। একটা বাজে খরচ। স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না।

লীনা এত কিছু করেও তো আপনার স্বাস্থ্য ঠিক নেই। আপনার আলসার আছে। আছে না ?

লোক [অবাক] কীভাবে বুঝলেন ? আমার সত্যি সত্যি আলসার আছে। মাঝে মাঝে তলপেটে চিলিক দিয়ে ব্যথা হয়।

লীনা যখন ব্যথা হয় তখন আপনি হোমিওপ্যাথি ওষুধ খান। কারণ আপনি এলোপ্যাথি বিশ্বাস করেন না।

লোক আরে কী আশ্চর্য। কীভাবে বুঝলেন ?

লীনা আন্দাজে বলছি। যাদের দামি ওষুধ কিনবার পয়সা থাকে না, তারা এলোপ্যাথি বিশ্বাস করে না। আপনি একজন হতদরিদ্র ব্যক্তি। এই শীতেও আপনার সোয়েটার বা কোট না থাকায় চাদর গায়ে দিচ্ছেন। আপনার পায়ে আছে স্পঞ্জের স্যান্ডেল।

লোক টাকাপয়সা তো চাইলেই হয় না। সবই আল্লাহর হুকুম।

লীনা ঠিক বলেছেন। আল্লাহর হুকুম। কিন্তু এত লোক থাকতে বেছে বেছে আপনার উপরই আল্লাহর এরকম হুকুম হলো কেন ? কেন আল্লাহ ঠিক করে রাখল এই লোকটি সারা জীবন প্রাইভেট টিউশনি করবে ? বিয়ে করতে পারবে না। শীতের রাতে চাদর গায়ে দিয়ে ঘুরবে। পায়ে থাকবে স্পঞ্জের স্যান্ডেল। এসব প্রশ্ন কখনো করেছেন ?

লোক	কাকে করব ?

লীনা	মহাপুরুষ আসবেন, তাকে জিজ্ঞেস করেন।

[সোমা ঢুকবে।]

এসো আপা, পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি হচ্ছেন ফখরুজ্জামান। একজন সুখী মানুষ। এর জীবনে কোনো সমস্যা নেই। আর ইনি আমার আপা, একজন অসুখী মহিলা। এর জীবনে অসংখ্য সমস্যা।

লোক	স্লামালিকুম।

[সোমা কোনো জবাব দেবে না।]

লীনা	এই যে ভাই সুখী মানুষ, আপনি এবার যেতে পারেন। এ বাড়িতে সুখী মানুষের কোনো স্থান নেই।

লোক	চলে যাব ?

লীনা	হ্যাঁ চলে যাবেন। স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে নিন। ছেঁড়া স্যান্ডেল পরে যেতে পারবেন না।

[লোকটি স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবে।]

সোমা	এই লোকটা কে ? এতক্ষণ কী কথা বলছিলি ?

লীনা	সুখী মানুষদের নিয়ে কথা বলছিলাম, আপা।

সোমা	তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ?

লীনা	বোধহয় হয়েছে। চলো, আপা শুয়ে পড়ি। মহামানবের দেখা পাওয়া গেল না। খুব শখ ছিল দেখা করার।

[হঠাৎ দরজা খুলে যাবে। দেখা যাবে ফরিদ ফখরুজ্জামান সাহেবের হাত ধরে তাকে নিয়ে আসছে। ফখরুজ্জামানের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। তার সাদা চাদরে ও গায়ে রক্তের ছোপ। সে কাঁপছে থরথর করে।]

সোমা	কী হয়েছে ?

ফরিদ	ইনাকেই জিজ্ঞেস কর কী হয়েছে।

লোক	আমি পানি খাব। আমাকে পানি দেন। আমাকে ঠান্ডা পানি দেন।

লীনা	ব্যাপারটা কী ?

ফরিদ	মুশিবত যাকে বলে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ শুনি চিৎকার। দৌড়ে গিয়ে দেখি এই লোক একটা মরা মানুষকে জড়িয়ে ধরে রাস্তায় শুয়ে আছে। মরা মানুষটার পেটে এত বড় এক ছোরা।

লীনা	বলছ কী তুমি ভাইয়া ?

লোক — আমাকে ঠান্ডা পানি দেন। খুব ঠান্ডা এক গ্লাস পানি। ইটের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মরা মানুষটার গায়ে পড়ে গেছি। ইয়া রহমান, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু, ইয়া কুদ্দুসু। আমি খুন করি নাই। আমি কেন খামোকা খুন করব। বিশ্বাস করেন।

লীনা — খুনের কথাটা আসছে কোত্থেকে ? খুনের কথা কেন বলছেন ?

লোক — [ফরিদকে দেখিয়ে] ইনি বলতেছেনে। ভাইজান একটা কোরান শরীফ আনেন আমি ছুঁয়ে বলব। ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকু। আমার কাপড়গুলি ধোয়া দরকার। এই কাপড় পরে বাইরে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে। এক বালতি পানি আর সাবান দেন। আর ঠান্ডা এক গ্লাস পানি দেন। বড় পিয়াস লাগছে।

লীনা — আপনি চুপ করে বসুন তো। আপনার কোনো ভয় নাই।

ফরিদ — যথেষ্ট ভয় আছে। অবস্থা যা পুলিশের কাছে প্রমাণ করা খুব কষ্ট হবে যে খুনটা উনি করেননি।

ফখরুজ্জামান : ইয়া রহমানু, ইয়া রহিমু, ইয়া মালিকাল মউতে, ইয়া কুদ্দুসু, ইয়া গাফফারু। ইয়া জাহহারু। একটু বাতাস করেন আমাকে। বড় গরম। উফ বড় গরম। ভাইজান শোনেন আমি কিছু করি নাই। অন্ধকারে বুঝতে পারি নাই। গায়ের উপর পড়ে গেছি।

৬

নীল রঙের শার্ট পরা একটি যুবক হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার পাশে মরে পড়ে আছে। নেপথ্য থেকে বিভিন্ন রকম হত্যা-সংবাদ পাঠ করা হতে থাকবে।

১ম সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষ)

নারায়ণগঞ্জ, ৩ মে মঙ্গলবার, এগারো বছর বয়েসী একটি বালিকার মৃতদেহ নয়াবাজার এলাকার একটি ডাস্টবিনের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বালিকাটির কোনো পরিচয় এখনো পাওয়া যায় নাই। জোর পুলিশি তদন্ত চলিতেছে।

২য় সংবাদ

(পাঠ করবেন একজন বৃদ্ধা মহিলা)

কাওরান বাজারের গলিতে গতকাল গভীর রাত্রিতে অজ্ঞাতনামা এক আততায়ীর

হাতে অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী জনাব রহমতউল্লাহ্ প্রাণ হারান। মরহুম রহমত উল্লাহ্‌র নামাজের জানাজা আগামীকাল বাদ আছর মরহুমের গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর, পাংশায় অনুষ্ঠিত হইবে।

৩য় সংবাদ

(পাঠ করবে একজন অল্পবয়স্ক বালিকা)

গতকাল রাত আনুমানিক ১১ ঘটিকায় জনৈক পথচারীর হাত হইতে স্যুটকেস ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। একজন পান-বিক্রেতা এই সময় তাহার সাহায্যে আগাইয়া আসে। ছিনতাইকারীরা তাকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক আহত করে। হাসপাতালে যাইবার পথে এই হতভাগ্য পান-বিক্রেতার মৃত্যু ঘটে। নিহত ব্যক্তির অন্যকোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

একজন একজন করে মৃতদেহটি ঘিরে ভিড় জমে উঠবে।

একজন প্রৌঢ়কে আসতে দেখা যাবে।

প্রৌঢ় — একটা ডেডবডি নাকি পাওয়া গেছে ? কারও হাতে টর্চ আছে নাকি ? দেখি ভাই টর্চটা মারেন তো ? হুঁ Young blood. পেতি মস্তান। সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। একসময় দাড়ি রেখেছিল। এরা কোনো জিনিসই বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না। দাড়ি ফেলে দিয়ে গোঁফ রেখেছিল, তারপর একদিন দেখি মাথা কামিয়ে ফেলেছে। হা হা হা।

২য় ব্যক্তি — আহ্ হাসছেন কেন ?

পৌঢ় — কেন হাসলে আপনার অসুবিধা আছে ? নাকি কোনো নিয়ম আছে যে হাসা যাবে না ?

২য় ব্যক্তি — দেখছেন একটা মানুষ মরে আছে।

প্রৌঢ় — এসব আগাছা মরে থেকেও যা বেঁচে থেকেও তা, বরং পপুলেশন প্রবলেমের একটা কিনারা হচ্ছে। এরা নিজেরা নিজেরা কামড়াকামড়ি করে শেষ হয়ে গেলে আপনারও সুখ, আমারও সুখ।

২য় ব্যক্তি — ঠিক আছে চুপ করেন।

প্রৌঢ় — আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন ? শোনেন ভাই, এই সোসাইটিতে মৃত্যু কোনো দুঃখজনক ব্যাপার নয়। মৃত্যু হচ্ছে মোটামুটি একটা আনন্দের ব্যাপার। চল্লিশায় খানাপিনা হবে, ফকির মিসকিন টাকাপয়সা পাবে। পুলিশ ধরপাকড় করবে, সেখানেও কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে। হা হা হা।

৩য় — পুলিশ এসেছে নাকি ?

প্রৌঢ় আসবে আসবে। এবং যথাসময়ে দেখবেন এই মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন কিছু লোকজন বেঁধে নিয়ে যাবে। বিচার হবে এবং সবচেয়ে যে নির্দোষ তার ফাঁসি হয়ে যাবে।

[অনেকেই হেসে উঠবে। এই হাসির মধ্যেই মঞ্চে আসবেন জামিলের মা। তাকে দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যাবে। জামিলের মা'র শাড়ির আঁচল ধরে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। মা এসে জামিলের মাথা কোলে তুলে নেবেন।]

মা জামিল। আমার জামিল। আমার ময়না। আমার ময়না। ও জামিলরে, ও জামিলরে। আমি এর বিচার চাই। আমি এর বিচার চাই। ও ময়না ও ময়না আমার ময়না।

[কাঁদতে থাকবেন।]

৭

মঞ্চের মাঝখানে ফখরুজ্জামান।

একটি জেলখানার মতো জায়গা। তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে নেপথ্য থেকে। সে জবাব দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তার দু'একটি উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই হেসে উঠছে। সেই হাসির শব্দও হচ্ছে নেপথ্যে।

প্রশ্ন আপনি বলছেন আপনি খুন করেননি ?

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব। আমি একজন দরিদ্র মানুষ।

প্রশ্ন আপনি বলতে চাচ্ছেন দরিদ্র মানুষরা খুন করে না ?

[হাসির শব্দ।]

ফখরুজ্জামান বিশ্বাস করেন আমার কথা। আমি মিথ্যা কথা বলি না জনাব।

প্রশ্ন তাহলে বলেন সেদিন কী হয়েছিল ?

ফখরুজ্জামান প্রাইভেট টিউশনি শেষ করে বাড়ি যাচ্ছিলাম, তখন ডেড বডিটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই।

প্রশ্ন সেটা ক'টার সময় ঘটল ?

ফখরুজ্জামান সাড়ে এগারোটায়।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি তো ছাত্র পড়ানো শেষ করলেন ন'টার সময়। বাকি সময়টা কী করলেন ?

ফখরুজ্জামান আমি রমিজ সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। তার ছোট মেয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল ?

প্রশ্ন পরিচয় ছিল সেই মেয়ের সঙ্গে ?

ফখরুজ্জামান : জি-না জি-না। ছিঃ ছিঃ কী যে বলেন!

প্রশ্ন শুধু শুধু একটা মেয়ে রাত ন'টার সময় আপনাকে বাসায় ডেকে নিয়ে যাবে ?

ফখরুজ্জামান : আমার গায়ে সাদা চাদর ছিল তো এইজন্যে।

প্রশ্ন সাদা চাদর গায়ে থাকলেই মেয়েরা ডেকে নিয়ে যায় তা তো জানতাম না।

[সবাই হেসে উঠবে।]

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব, উনি মনে করলেন আমি একজন মহাপুরুষ।

প্রশ্ন আবোলতাবোল কথা বলছেন কেন ? আপনি কি পাগল সাজার চেষ্টা করছেন ?

ফখরুজ্জামান জি-না জনাব। আমাদের বংশের মধ্যে কোনো পাগল নাই। আমার এক বড় বোনের হ্যাজবেন্ড আছে পাগল। সে তো আমাদের বংশের না...। সে যে পাগল এটা আমরা আগে বুঝতে পারি নাই। আগে বুঝতে পারলে বিয়ে দিতাম না।

প্রশ্ন ফখরুজ্জামান সাহেব।

ফখরুজ্জামান জি!

প্রশ্ন আমি যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার উত্তর দেবেন। বাড়তি কথা বলবেন না।

ফখরুজ্জামান জি আচ্ছা।

প্রশ্ন যেহেতু আপনার গায়ে সাদা চাদর ছিল সেই হেতু মেয়েটি আপনাকে ডেকে নিয়ে গেল। এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা গল্পগুজব করল।

ফখরুজ্জামান : জি।

প্রশ্ন মেয়েটি কেমন ?

ফখরুজ্জামান : বড় ভালো মেয়ে। এরকম ভালো মেয়ে আমি দেখি নাই। সাংঘাতিক বুদ্ধি। আর খুব সুন্দর। মনের মধ্যে কোনো অহঙ্কার নাই।

প্রশ্ন একজন অজানা অচেনা মানুষকে ডেকে নিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ে এত রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করবে এটা ঠিক বিশ্বাস্য নয়।

ফখরুজ্জামান আমি পানি খাব। আমি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাব।

[তাকে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি দেওয়া হবে।]

ইয়া রাহমানু। ইয়া রাহিমু। ইয়া কুদ্দুসু।

প্রশ্ন আপনি কি কোনো কারণে ভয় পাচ্ছেন ?

ফখরুজ্জামান : জি-না। আমি কোনো পাপ করি নাই। ভয় করব কেন ? একটা মানুষকে খামকা কেন মারব ?

প্রশ্ন খামকা হবে কেন ? আপনি একজন দরিদ্র মানুষ। আপনাকে যথেষ্ট টাকা দিলে আপনি একটা অন্যায় করতে রাজি হতে পারেন। বড় বড় অন্যায়গুলি সাধারণত অভাবী মানুষদের দিয়েই করানো হয়। এবং ভবিষ্যতেও হবে।

ফখরুজ্জামান : জনাব আমি অভাবী মানুষ না। প্রতি মাসে আমি এক হাজার টাকার উপরে পাই টিউশনি করে। দেশের বাড়িতে কিছু পাঠাই, তার পরেও কিছু থাকে। পোস্টাফিসে আমার একটা পাশবই আছে।

প্রশ্ন কত টাকা আছে সেই পাশবইয়ে ?

ফখরুজ্জামান : চারশ তিহাত্তর টাকা। এই মাসে পাঁচশ' হতো, কিন্তু এই মাসে জমা দিতে পারি নাই।

প্রশ্ন এই মাসে খুব টানাটানি গেছে, তাই না ?

ফখরুজ্জামান : জি।

প্রশ্ন এই মাসেই আপনার টাকার খুব দরকার ছিল ?

ফখরুজ্জামান : জি।

[সবাই হেসে উঠবে।]

ফখরুজ্জামান : জনাব আমি খুন করি নাই। খুন করতে সাহস লাগে। আমার কোনো সাহস নাই।

প্রশ্ন সাহসী মানুষরা গুপ্তহত্যা করে না। গুপ্তহত্যা সব কাপুরুষদের কাজ।

ফখরুজ্জামান বড় তিয়াস লাগছে। এক গ্লাস পানি খাব।

[পানি দেওয়া হবে।]

প্রশ্ন হত্যার সময়টাতে আপনি কোথায় ছিলেন সেটা বলতে পারছেন না। আপনি বলছেন রমিজ সাহেবদের বাসায় ছিলেন যা কিনা ঠিক না। তারচেয়েও বড় কথা যে ছোরাটি পেটে বিঁধে ছিল তাতে আপনার হাতের ছাপ আছে। আপনি ডেডবডির ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছেন তাতে ছোরার হাতলে আপনার হাতের ছাপ থাকার কথা না।

ফখরুজ্জামান আমি ছোরাটা বার করবার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করলাম বেঁচে আছে।

প্রশ্ন বের করতে পারলেন না।

লোক জি-না। ভয় লাগল, হাত কাঁপতে লাগল।

প্রশ্ন ছোরা ঢোকানো সহজ, বের করা তো কঠিন।

[হাসির শব্দ]

লোক পানি, পানি, আমারে এক গ্লাস পানি দেন। বড় তিয়াস লাগছে। ওফ বড় তিয়াস।

[ঢুকবে লীনা। একটি স্বপ্নদৃশ্য। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটাই ফখরুজ্জামানের কল্পনা।]

ফখরুজ্জামান : ওহ্! আপনি আসছেন। দেখেন না কী ঝামেলা হয়ে গেছে। আমাকে আটকে ফেলেছে। আমি কিছুই করি নাই। আল্লাহর কসম। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন।

লীনা বিশ্বাস করছি। আমি বিশ্বাস করছি।

ফখরুজ্জামান : আহ্, একটা শান্তি পাইলাম। খুব শান্তি। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আপনি আমাকে দেখতে এসেছেন বড় ভালো লাগল। আমার মা'কেও একটা খবর দেওয়া দরকার। সে খবর পেলে হার্টফেল করে মরে যাবে। মূর্খ মেয়েছেলে। বেশি বেশি ভয় পায়।

লীনা আপনি ভয় পান না ?

ফখরুজ্জামান : জি আমিও পাই। তবে বিনা অপরাধে তো আর শাস্তি হয় না, কী বলেন ? ঠিক না ? তারপর আপনার মনে মনে খতমে জালালি পড়তেছি। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়তে হয়। খুব শক্ত দোয়া। ঐটা পড়ার পর আল্লাহ্র কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই পাওয়া যায়।

লীনা তাই নাকি ?

ফখরুজ্জামান জি। আল্লাহর পাক কালাম। এর মরতবাই অন্যরকম। সারা রাত জেগে পড়ি।

লীনা ঘুমান না ?

ফখরুজ্জামান : ঘুম আসে না। বড় ভয় লাগে। আপনি আসছেন বড় ভালো লাগতেছে। চলে যাবেন না আবার। একটু থাকবেন। আপনি আসায় খুব সাহস আসছে মনে। পানির তিয়াস লেগেছিল। ওটা চলে গেছে।

লীনা আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।

ফখরুজ্জামান : ভয়ে ভয়ে রোগা হয়ে গেছি। কিছু খেতে পারি না। অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নাই। নির্দোষ মানুষেরে তো আর ফাঁসি দিবে না। কী

বলেন ? ঠিক না ? আর আপনি আসায় বড় শান্তি লাগছে। পানির তিয়াসটা চলে গেছে।

আচ্ছা এটা কি স্বপ্ন ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ? আপনি এখানে কীভাবে আসলেন ? কিছুই বুঝতে পারছি না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

৮

বাবা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। তাঁর চেহারা ভয়কাতর।

বাবা — সোমা সোমা।

[সোমা ঢুকবে।]

কে কাঁদছে ?

সোমা — কেউ কাঁদছে না। কে আবার কাঁদবে ?

বাবা — আমি স্পষ্ট শুনেছি। মেয়েমানুষের কান্না। জামিলের মা কাঁদছে। আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

সোমা — উনি কেন শুধু শুধু আমাদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদবেন ? তুমি স্বপ্ন দেখেছ। দুঃস্বপ্ন।

বাবা — ঠিক ঠিক দুঃস্বপ্ন। কেন জামিলের মা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদবে ? তার কোনো রাইট নেই। ওটা দুঃস্বপ্নই। সোমা, তুই আমার কাছে বসে থাক। শক্ত করে আমার হাত ধরে বসে থাক।

সোমা — তোমার শরীর কি বেশি খারাপ বাবা ?

বাবা — হুঁ বেশি খারাপ। খুবই খারাপ। ঘুমুতে পারি না। চোখ লাগলেই দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। কী দেখি জানিস ? আমি দেখি...।

সোমা — বাবা তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো তো, আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

বাবা — না না, এখন আমি ঘুমুব না, তুই স্বপ্নটা শোন। খুব মন দিয়ে শোন। আমি দেখি বিরাট একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা শিরীষ গাছ। সেই গাছে একটা দড়ি ঝুলছে। আর সবাই ধরাধরি করে ঐ বোকা মাস্টারকে দড়িতে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দড়িটা খুব দুলছে আর ঐ বোকা মাস্টার চিৎকার করছে, আমাকে ছেড়ে দিন। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। তারপর...

সোমা — বাবা তুমি চুপ করো তো।

বাবা আমাকে স্বপ্নটা শেষ করতে দে। তারপর দেখি ঐ বোকা মাস্টারের জিভ বের হয়ে এসেছে। সে খুব দুলছে। তখন সেই মাঠ ভর্তি হয়ে গেল মানুষে, আর সবাই হা হা করে খুব হাসতে লাগল। আমি একটা দা নিয়ে ছুটে গেলাম দড়ি কেটে ওকে নামাতে, কিন্তু সবাই আমাকে চেপে ধরে রাখল।

সোমা বাবা, তোমার পায়ে পড়ছি তুমি চুপ করো তো।

বাবা ওরা আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি দড়িতে যে দুলছে সে মাস্টার না, সে আমাদের ফরিদ। ফরিদ চেঁচাচ্ছে—বাবা, আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও।

[মা ঢুকবেন।]

মা কী হয়েছে?

সোমা কিছু না, মা। বাবা একটা স্বপ্ন দেখেছে। বাবা তুমি কি এক গ্লাস পানি খাবে? ঠান্ডা পানি।

বাবা খাব।

[সোমা চলে যাবে।]

সুরমা, তুমি আমার পাশে একটু বসো তো।

মা তোমার কি শরীর বেশি খারাপ?

বাবা হ্যাঁ খারাপ, খুবই খারাপ। রাতে ঘুমুতে পারি না সুরমা, দুঃস্বপ্ন দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

সুরমা, তুমি কি কোনো কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছ? মেয়েমানুষের কান্না?

মা না। তুমি শুয়ে থাকো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

[সোমা পানির গ্লাস নিয়ে ঢুকবে। বাবা তৃষ্ণার্তের মতো পানি পান করবেন।]

বাবা ফরিদ কি বাসায় আছে?

মা আছে।

বাবা ঘুমুচ্ছে?

মা হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে।

বাবা সুরমা, ওকে একটু ডেকে তুলো তো।

মা এখন ওকে এত রাতে ডেকে তুলব কেন?

বাবা ওর সঙ্গে আমার কথা আছে, খুব জরুরি কথা। আমার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় জামিলের মৃত্যুর সঙ্গে ফরিদের একটা সম্পর্ক আছে।

মা পাগলের মতো কী যা-তা বলছ!

বাবা আছে আছে, নিশ্চয়ই আছে। থাকতেই হবে। নয়তো জামিলের মা বাসার সামনে এসে কাঁদে কেন?

সোমা বাবা, এসব তোমার মনগড়া কথা। কেউ কাঁদে না।

[লীনা ঢুকবে।]

লীনা কী হয়েছে?

বাবা আমার শরীরটা খুব খারাপ মা। খুবই খারাপ। তুই একটু আমার পাশে বস। আমার হাত ধরে থাক।

লীনা তোমার গা তো খুব গরম। অনেক জ্বর তোমার গায়ে।

বাবা হুঁ অনেক জ্বর। জ্বরে মাথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। শুধু আজেবাজে চিন্তা আসে। বোকাসোকা ঐ প্রাইভেট মাস্টার ঐ ডেড বডির গায়ে পড়ে গেল। ফরিদ মহাউৎসাহে ওকে এই বাড়িতে ধরে নিয়ে এল। ওর এত উৎসাহ কেন? লীনা, ফরিদকে ডাক তো। ওর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

মা ওর সঙ্গে তোমার কোনো কথা নেই।

বাবা আমার মনে যে সব সন্দেহ আসছে তোমাদের কারও মনেই কি তা আসছে না? লীনা, তুই বল। তোর মুখ থেকে শুনি।

লীনা বাবা, তুমি বলেছিলে আমাদের সবাইকে নিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাবে। বলেছিলে না?

বাবা হুঁ বলেছিলাম।

লীনা আমরা নতুন করে জীবন শুরু করব, বাবা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে আপার মিটমাট হয়ে যাবে। ওদের একটা ফুটফুটে ছেলে হবে। ফরিদ ভাইয়া আবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে এবং এবার সে পাস করবে। তার আমরা বিয়ে দেব। নতুন ভাবির সঙ্গে আমি খুব ঝগড়া করব। আবার ঝগড়া মিটে যাবে। আমরা দু'জনে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখতে যাব।

বাবা আমার সঙ্গে একজন মহাপুরুষের দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম আমি মিথ্যা কথা বলব না। আমি কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।

লীনা	স্বপ্ন দেখা তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলেই কি আমরা স্বপ্নও দেখতে পারব না ?

তুমি মহাপুরুষের দেখা পেয়েছ বলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। ভাইয়া এখন কত শান্ত দেখছ না ? সে ঘরেই থাকছে। সবই হচ্ছে মহাপুরুষের জন্যে। তিনি আমাদের নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

বাবা	নতুন জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছেন ?

লীনা	হ্যাঁ দিচ্ছেন। সাভারে তুমি যে জমি কিনেছ সেটাতে আমরা একটা চমৎকার বাড়ি করব। বাড়ির সামনে বাগান থাকবে। ভারি সুন্দর বাগান। এখন থেকে আর আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। মহাপুরুষের কল্যাণে আমরা নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছি এই সাধারণ সত্যটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন ? কেন তুমি এত বোকা হয়ে যাচ্ছ ?

বাবা	বোকা হয়ে যাচ্ছি ?

লীনা	হ্যাঁ যাচ্ছ। কিন্তু আমরা কেউ তোমাকে আর কোনো বোকামি করতে দেব না। কিছুতেই না।

বাবা	কিন্তু আমার শরীরটা এত খারাপ লাগছে কেন ? নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বড় কষ্ট হচ্ছে সুরমা। ফরিদ! ফরিদ!

[ফরিদ ঢুকবে।]

শরীরটা বড় খারাপ। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। ও ফরিদ, তুই আমার পাশে বস।

ফরিদ	আরে, এ তো অনেক জ্বর গায়ে। তোমরা সবাই চুপচাপ। ব্যাপারটা কী ?

বাবা	জ্বর ছিল না। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জ্বর উঠে গেল। একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

ফরিদ	কী দুঃস্বপ্ন ?

সোমা	বাবা, তোমাকে এখন কোনো দুঃস্বপ্ন বলতে হবে না। ফরিদ তুই যা একজন ডাক্তার ডেনে নিয়ে আয়।

বাবা	না না ফরিদ থাকুক। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। খুব জরুরি কথা।

মা	ওর সঙ্গে তোমার কোনো কথা নেই।

বাবা	লীনা বলছিল তুই আবার বি.এ. পরীক্ষা দিবি।

ফরিদ — হ্যাঁ দেব। তুমি চাইলে দেব। কথা দিচ্ছি তোমাকে দেব।

বাবা — ভালো ভালো, খুব ভালো।

ফরিদ — কোথায় যেন আমাদের নিয়ে যাবে বলছিলে, বাবা ? আমরা সেখানেও যাব। খুব আনন্দ করব।

বাবা — হুঁ করব। খুব আনন্দ করব। একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, বুঝলি—তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি সুন্দর একটি সুখী জীবন শুরু করতে পারব। A fresh start.

ফরিদ — তাই হবে বাবা।

বাবা — ভালো লাগছে, আমার বড় ভালো লাগছে। কিন্তু ফরিদ একটা কথা।

ফরিদ — বলো।

বাবা — জামিলের মা রোজ রাতে আমার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদে কেন বাবা ?

মা — কী আবোল-তাবোল বকছ ? চুপ করো তো।

বাবা — আমি ফরিদকে বলছি—সে কিছু বলছে না কেন ? সে চুপ করে আছে কেন ? ফরিদ!

ফরিদ — বলো।

বাবা — ক'টা বাজে ?

ফরিদ — বেশি না দশটার মতো বাজে।

বাবা — তুই একটা কাজ করতে পারবি—মহাপুরুষকে খুঁজে নিয়ে আসতে পারবি ? ডাকলেই তিনি আসবেন। তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। খুব জরুরি কথা। very urgent.

ফরিদ — কী কথা ?

বাবা — ঐ বোকা মাস্টারটা, ওর কী যেন নাম ? ফখরুজ্জামান না ? হ্যাঁ ফখরুজ্জামান। ও থাকবে জেলে। কিংবা সবাই মিলে ওকে হয়তো ফাঁসিতেই ঝুলিয়ে দেবে। ওকে ঐভাবে রেখে আমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা সেটা মহাপুরুষকে জিজ্ঞেস করতাম। বাবা তাকে নিয়ে আসবি ?

[ফরিদ উঠে দাঁড়াবে।]

শরীরটা খারাপ লাগছে ফরিদ। খুব খারাপ। তোমরা আমাকে বাতাস কর। আমাকে বাতাস করো। ঠান্ডা পানি দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দাও! মহাপুরুষ এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

সোমা ফরিদ, তুই এখানেই থাক। বাবার অবস্থা ভালো না। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কাদের গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে আসবে।

ফরিদ আহ, ছাড় তো আমাকে। কেউ হাত ধরলে আমার ভালো লাগে না।

[ফরিদ বের হয়ে যাবে।]

বাবা চুপ কর। সবাই চুপ।

[জামিলের মা কাঁদছে।]

শুনুন আপনি কাঁদবেন না। মহাপুরুষকে আনতে গেছে। তিনি এলে আপনার আর কোনো দুঃখ থাকবে না। আহ চুপ চুপ।

৯

মঞ্চের একপ্রান্তে ফরিদ দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল মা আমিনায় ?

কন্যা সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায়।

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল বিবি হাজেরায় ?

কন্যা সেই কথাটা বলা সোজা করা বিষম দায় ?

অন্ধ কী কথা বইলা ছিল বিবি ফাতেমায় ?

ফরিদ এই শোন।

[ওরা থমকে দাঁড়াবে।]

কোথায় তোমাদের মহাপুরুষ ?

অন্ধ বা'জান আমারে কিছু কইছেন ?

ফরিদ তিনি কোথায় ?

অন্ধ কার কথা কন ?

ফরিদ সাদা চাদর গায়ে একটা লোক—বড় বড় কথা বলে।

অন্ধ কইতে পারি না বা'জান। আমি অন্ধ মানুষ। আল্লাহতালা আমারে নয়ন দেয় নাই। যার নয়ন নাই তার কিছুই নাই গো বা'জান। একটা টেকা দিবেন ? একদিনের না খাওয়া।

কন্যা আমরা একদিনের না খাওয়া।

ফরিদ যাও যাও চলে যাও।

কন্যা ধমক দেন কেন ?

ফরিদ ভাগো। ভাগো।

অন্ধ আয়রে মনু যাই গা। চিল্লাইয়েন না বাজান।

[গান গাইতে গাইতে ওরা মঞ্চ ছেড়ে যাবে।]

ফরিদ কোথায় মহাপুরুষ ? কোথায় তুমি ? তোমার যদি সাহস থাকে এগিয়ে আস। কথা বলো আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। কে কে ? কে ওখানে ?

[মৌলানাকে ঢুকতে দেখা যাবে।]

মৌলানা স্লামালিকুম ফরিদ ভাই ? কার সঙ্গে কথা কন ?

ফরিদ কারও সঙ্গে কথা বলি না। একজনের জন্যে অপেক্ষা করছি। যান আপনি চলে যান।

মৌলানা খুন খারাবি হয় এই সময় একা একা থাকন ঠিক না। ফরিদ ভাই। সময়টা খারাপ।

ফরিদ আপনাকে চলে যেতে বলছি চলে যান। কেন বাজে কথা বলছেন ?

মৌলানা আপনের বাবার শরীরটা শুনলাম খুব খারাপ। কাদেরের সঙ্গে দেখা। সে ডাক্তারের খুঁজে গেছে। এত রাতে কাউকে পাওয়া মুশকিল।

ফরিদ আপনি শুধু শুধু কথা বলছেন। চুপ করেন।

মৌলানা জি আচ্ছা। ফরিদ ভাই, রাতটা মসজিদেই কাটাব আমি। ইবাদত বন্দেগি করব। যদি কোনো দরকার হয় বলবেন। আপনের বিপদ আমারও বিপদ। আল্লাহপাক কোরান মজিদে বলেছেন, হে বান্দা সকল...।

ফরিদ যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। কেন কথা বাড়াচ্ছেন ? আমার মেজাজ এখন ভালো না মৌলানা সাহেব।

মৌলানা তাহলে যাই ফরিদ ভাই। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহ্।

[মৌলানা চলে যাবেন।]

ফরিদ মহাপুরুষ, আমি তোমার কথা শুনতে এসেছি। কথা বলো।

[হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ শোনা যেতে থাকবে।]

ফরিদ স্টপ ইট। স্টপ ইট।

এসব বহু শুনেছি। অনেকবার শুনেছি। আর শুনতে চাই না। হাজার হাজার বছর ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই জিনিস অসংখ্যবার শুনেছি। আমাদের কান পচে গেছে। আর না। আর না। বন্ধ করুন এসব।

[শব্দ থেমে যাবে। কাদের ঢুকবে।]

কাদের ভাইজান।

[ফরিদ চমকে তাকাবে]

বাসায় চলেন ভাইজান।

ফরিদ তুই যা।

কাদের একটা খারাপ সংবাদ আছে ভাইজান। বাসায় চলেন।

ফরিদ তোকে যেতে বলছি কানে যাচ্ছে না ?

কাদের খুব একটা খারাপ সংবাদ আছে ভাইজান!

ফরিদ গেট আউট। গেট আউট।

মহাপুরুষ তুমি কোথায় ? এস দেখা দাও।

[মহাপুরুষ আবির্ভূত হবেন।]

মহাপুরুষ ভালো আছ ফরিদ ?

ফরিদ কে কে ?

মহাপুরুষ আমি। আমাকেই তো খুঁজছিলে।

ফরিদ তুমিই সেই ব্যক্তি ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ আমিই সেই।

ফরিদ জগতের কল্যাণের জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পাপ দূর করবার জন্যে এসেছ ?

মহাপুরুষ হ্যাঁ।

ফরিদ পাপ ব্যাপারটা কী জানতে পারি ?

মহাপুরুষ পাপ এমন একটি কর্ম যা আত্মাকে অশুচি করে।

ফরিদ আত্মা, আত্মা আবার কী ?

মহাপুরুষ আত্মা হচ্ছে সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা। তুমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ে যাবে, এই আকাঙ্ক্ষাই তোমার আত্মা।

ফরিদ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আর যাওয়া হচ্ছে না মহাপুরুষ। আমার বাবা মারা গেছেন সেটা কি জান ?

মহাপুরুষ [চুপ করে থাকবেন।]

ফরিদ তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তিনি বেঁচে থাকতেন। এবং আমরা হয়তোবা যেতাম চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।

মহাপুরুষ ঈশ্বরের জটিল কর্মপদ্ধতি বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। মানুষ ক্ষুদ্র। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি সীমিত।

ফরিদ তুমি এর মধ্যে ঈশ্বরও নিয়ে এসেছ ? ভালো ভালো। তা তোমার এই ঈশ্বর কোথায় থাকেন ? এদেশের ত্রিশ লাখ লোক যখন মারা গেল তখন তো তাঁর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

মহাপুরুষ অপরাধীর জন্যে অপেক্ষা করছে অনন্ত অগ্নি।

ফরিদ অগ্নি তো শুধু অপেক্ষাই করে। কাউকে স্পর্শ করে না কখনো। যুগে যুগে দলে দলে মহাপুরুষ আসেন। অনন্ত অগ্নির কথা বলেন। যত ভণ্ডের দল।

[পকেট থেকে প্রকাণ্ড একটা ছোরা বের করবে।]

মহাপুরুষ তুমি কি আমাকে মারতে চাও ?

ফরিদ হ্যাঁ চাই। আমার কাছ থেকে ঠিক এই জিনিসটি বোধহয় তুমি আশা করোনি। কী, খুব অবাক হয়েছ ?

মহাপুরুষ না, অবাক হইনি। সর্বযুগে মহাপুরুষরা আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন এটা নতুন কিছু নয়।

[গির্জার ঘণ্টার মতো ধ্বনি হতে থাকবে। মহাপুরুষের সাদা চাদর রক্তে লাল হয়ে যেতে থাকবে। ফরিদ মঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।]

ফরিদ আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। কিন্তু আমি, আমি এখন কোথায় যাব—কার কাছে যাব ?

[মঞ্চে ঢুকবে সোমা।]

সোমা বাসায় চল ফরিদ।

[ফরিদ ছোরাটা ফেলে দেবে, দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠবে।]

ফরিদ বাসায় তুমি যাও, আপা। তারপর যাও চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। দূরের সমুদ্র দেখো। বাবার খুব শখ ছিল। আমি ফখরুজ্জামানকে ফেলে কোথাও যাব না। এ জীবনে আমার আর চন্দ্রনাথ দেখা হবে না। বাবা, বাবা, আমার বাবা।

[তার চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। সোমা এসে জড়িয়ে ধরবে ভাইকে।]

Banglapdf.net